সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির মুখপত্র ● ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা ● মার্চ ২০১৪ ● পাঁচ টাকা

কর-দর-বেকারিতে বিপর্যস্ত জনগণের ওপর

বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য কার স্বার্থে?

● সাম্যবাদ প্রতিবেদন ●

আবারও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। আওয়ামী নেতৃত্বাধীন মহাজোট তাদের বিগত মেয়াদে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছিল ৬ বারে মোট ৪৭%। ভোটার ও প্রার্থীবিহীন একতরফা প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে গায়ের জোরে ক্ষমতায় বসতে না বসতেই আবার বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পাঁয়তারা করছে মহাজোট সরকার।

বিদ্যুতের দাম এখন প্রতি বছরই, এমনকি কখনো কখনো একই বছরে দুই বার করে বাড়ানো হচ্ছে। কখনো অর্থনীতির লোকসান কমানোর কথা বলে, কখনো আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির কথা বলে বাড়ানো হচ্ছে বিদ্যুতের দাম। গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের মূল্য গত ২০ বছরের নির্বাচিত সরকারের আমলে বাড়ানো হয়েছে ১৯ বার। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার দাম বাড়িয়েছে ১৩ বার। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আওয়ামী লীগ সাতবার ও ২০১০-২০১২ মেয়াদে মহাজোট সরকারের আমলে ৬ বার দাম বাড়িয়েছে। ২০১০ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার সময় বিদ্যুতের দাম ছিল প্রতি ইউনিট ২ টাকা ২৬ পয়সা। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের মেয়াদ শেষে বিদ্যুতের হয়েছিল প্রতি ইউনিট গড়ে ৫ টাকা ৭৫ পয়সা। এছাড়া আওয়ামী মহাজোট তাদের শাসনামলে জ্বালানি তেলের দাম একবছরে চার বার বাড়িয়েছিল।

বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে ১৬ মার্চ গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে জ্বালানি মন্ত্রণালয় অভিমুখে বিক্ষোভ

নতুন ঘোষণায় বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি করা হল প্রায় ৭%। ২৫০ ইউনিট ব্যবহার করলে প্রতিমাসে বাড়তি বিল দিতে হবে ৬৮ টাকা, ৫০০ ইউনিট ব্যবহারকারীদের বাড়তি বিল আসবে ১৮৮ টাকা। এবারের মূল্যবৃদ্ধির পর বিদ্যুতের গড় বিক্রয়মূল্য প্রতি ইউনিট ৫ টাকা ৭৫ পয়সার থেকে বেড়ে ৬ টাকা ১৫ পয়সায় দাঁড়াবে। আওয়ামী লীগ বিদ্যুৎ উৎপাদনে তাদের সাফল্যের কথা বেশ জোরেশোরেই প্রচার করে। অথচ এই লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির কথা বলে না।

কেন এই মূল্যবৃদ্ধি?

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির কারণ কি এই যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ বিপুল পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে? তা কিন্তু নয়। পিডিবির নিজস্ব উৎপাদন ব্যয় এখনও গড়ে ২ টাকা ৬৫ পয়সা। তাহলে এই দফায় দফায় মূল্যবৃদ্ধির কারণ কি? কারণটা বাংলাদেশের সমস্ত মানুষই জানেন – ধনী বিদ্যুৎ-ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার সরকারি নীতি এবং রেন্টাল-কুইক রেন্টালের সীমাহীন লুটপাট। মূলত তিনটি কারণে বিদ্যুৎ খাতে সরকারকে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে :

(১) ফার্নেস অয়েল ভিত্তিক রেন্টাল প্লান্টগুলো থেকে বিদ্যুৎ কেনা হচ্ছে প্রতি ইউনিট গড়ে ৮/৯ টাকা দরে এবং ডিজেল ভিত্তিক কেন্দ্র থেকে কেনা হচ্ছে গড়ে ১৫/১৬ টাকা ইউনিট দরে। এসকল বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সর্বোচ্চ ৩৮ টাকা পর্যন্ত দরে বিদ্যুৎ কেনা হচ্ছে। উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ কেনার ফলে সৃষ্ট লোকসান কমাতে সরকার বিদ্যুতের দাম বাড়াচ্ছে। *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে শক্তিশালী গণআন্দোলনই জনগণকে পথ দেখাতে পারে

● সাম্যবাদ প্রতিবেদন ●

এশিয়া কাপ, টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপ – একের পর এক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলছে দেশে। এসবের জন্য ব্যয় হচ্ছে হাজার কোটি টাকা। খেলার মাঠে উদ্বেগাকুল দর্শক – কে হারল, কে জিতল? বাংলাদেশ কি হেরে গেল? স্বাধীনতা দিবস সমাগত। লক্ষ কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে রেকর্ড বুকে নাম ওঠানোর প্রস্তুতি চলছে। সংবিধান, গণতন্ত্র ইত্যাদি শব্দের উচ্চকিত ঢাক প্রতিদিনই পেটানো হচ্ছে। কিন্তু মাঠ আর টিভি পর্দার উন্মত্ততা, লক্ষ কণ্ঠের জাতীয় সঙ্গীতের আবেগ, সংবিধান ও গণতন্ত্রের দোহাই – কোনো কিছুই কি নিরন্ন কৃষক, আধপেটা শ্রমিক, নিত্যদিনের লাঞ্ছনা-নির্যাতন ভোগকারী নারী এবং বাংলাদেশের কোটি কোটি শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের অসহায় অবস্থাকে ঢেকে রাখতে পারছে? বাতাসে কান পাতলে আলুচাষীদের হাহাকার এখনো শোনা যাবে। সেচ মওসুম আসছে – ডিজেল-বিদ্যুতের জন্য চাষীদের হাহাকার শোনার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে আছি। আর এর মাঝেই বাড়নো হচ্ছে বিদ্যুতের দাম। গার্মেন্ট শ্রমিকরা ন্যায়সঙ্গত মজুরি না পেয়েও মালিকী অবিচার-অনাচার মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। আগুনে পুড়ে-ভবন ধসে শত শত শ্রমিকের হত্যাকাণ্ডেরও কোনো প্রতিকার হচ্ছে না। এই তথাকথিত নির্বাচিত ও সংবিধানের দোহাই-পাড়া সরকারের অধীনেই চলছে নির্বিচার বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড। সাগর-রুনি, তৃকি, মিরাজ – এমন অসংখ্য আলোচিত হত্যাকাণ্ডের বিচার আদৌ হবে কিনা – কেউ বলতে পারে না। আর প্রতিদিনের অসংখ্য খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, অপহরণের সাথে সাথে থেকে থেকে এখানে ওখানে সাম্প্রদায়িক হামলা মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলছে। আইনের শাসনের বালাই মাত্র নেই। মানুষ অসহায়, দিশেহারা।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকেই বিদ্রোহের পীঠস্থান এই বাংলা। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, সাওতাঁল বিদ্রোহ – এমন অনেক বিদ্রোহের ইতিহাস এখানে রচিত হয়েছে। ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লববাদী ধারার পীঠস্থানও ছিল এই বাংলা। এরপর একে একে ভাষা আন্দোলন, '৬২ ও '৬৪-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পথ বেয়ে এসেছে স্বাধীনতা সংগ্রাম। স্বাধীনতার পরও বাংলাদেশের মানুষকে *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

স্টেডিয়ামের রাস্তা সম্প্রসারণের নামে চা-শ্রমিক উচ্ছেদের প্রতিবাদ

সিলেটে বিভাগীয় স্টেডিয়ামের রাস্তা সম্প্রসারণের নামে লাক্কাতুরা চা বাগানের শ্রমিকদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে বাসদ সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ১০ মার্চ বিকাল ৪টায় সিলেট শহীদ মিনারে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাসদ সিলেট জেলার আহ্বায়ক উজ্জ্বল রায় এবং বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা এড. হুমায়ুন রশীদ সোয়েব, সুশান্ত সিনহা সুমন, চা শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক হৃদেশ মুদি, লাক্কাতুরা চা বাগান শাখার আহ্বায়ক বীরেন সিং, ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক আজিরুন বেগম, মলিন দাস, লাংকাট লোহার, বিদ্যুৎ কান্তি দে, আমেনা বেগম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, ৫ শতাধিক শ্রমিক পরিবার নিয়ে অবস্থিত লাক্কাতুরা চা বাগান। আর চা-শিল্পের বাস্তব অবস্থার কারণেই বাগানে চা শ্রমিকদের অবস্থান অবশ্যম্ভাবি। তাই যেদিন থেকে চা বাগান আছে সেদিন থেকে চা শ্রমিকরাও সেখানে বসবাস করছেন। কিন্তু লাক্কাতুরা চা বাগানে বিভাগীয় স্টেডিয়াম নির্মাণকালে বহু শ্রমিক পরিবারকে তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় নি। এরই মধ্যে আবার বিভাগীয় স্টেডিয়ামের রাস্তা সম্প্রসারণের নামে আরো *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

১০ মার্চ সিলেট শহীদ মিনারে মানববন্ধন

বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য কার স্বার্থে?

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ২) বিদেশ থেকে উচ্চ দামে তেল আমদানি করে রেন্টাল প্লান্টগুলোতে ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহ করতে গিয়ে বিপুল লোকসান হচ্ছে। বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলের দাম না বাড়লেও তরল জ্বালানি-ভিত্তিক রেন্টাল প্লান্টগুলোর কারণে গত কয়েক বছরে তেল আমদানি দ্বিগুণ করতে হয়েছে।

৩) প্রতি মাসে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং চার্জের নামে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে প্রতি মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার উপর ৯ হাজার থেকে ৩০ হাজার ডলার ভাড়া দিতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী ২০১১-'১২ অর্থবছরে রেন্টাল ও কুইক রেন্টালগুলোকে শুধু ভাড়া বাবদ দিতে হয়েছে ৩ হাজার ১২১ কোটি ৩১ লাখ ৮ হাজার টাকা। এখন এই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার কোটি টাকার ওপরে। বিদ্যুৎ উৎপাদন না করলেও এই ভাড়া দিতে হবে। এই অর্থ দিতে হচ্ছে ডলারে, ফলে চাপ পড়ছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর।

অর্থাৎ তেলভিত্তিক রেন্টাল-কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর জন্যে ২০০৯-'১০ অর্থবছরে বিদ্যুৎখাতে সরকারের ভর্তুকি ছিল ৯৯৩ কোটি টাকা, যা ২০১০-'১১ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪ হাজার কোটি টাকা, ২০১১-'১২ অর্থবছরে ৬ হাজার ৮৫৭ কোটি টাকা এবং ২০১২-'১৩ অর্থবছরে ৫ হাজার ৭৬২ কোটি টাকা। বলাই বাহুল্য, এবার এই ভর্তুকি আরো বাড়বে।

রেন্টাল-কুইক রেন্টালকে বলা হয় যুদ্ধকালীন সমাধান। স্বাভাবিক সময়ে এই পদ্ধতি কোনো জনস্বার্থরক্ষাকারী সরকারই অনুসরণ করে না। বিদ্যুৎ উৎপাদক বড় ব্যবসায়ীদের লুটপাটের সুবিধা করে দেয়ার জন্যই সরকার এই পদ্ধতি অনুসরণ করছে। বিদ্যুৎখাতে ভর্তুকি দেয়ার নাম করে জনগণের টাকা নিয়ে তুলে দিচ্ছে বিদ্যুৎ-ব্যবসায়ীদের পকেটে।

এক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় কাজ করছে। সেটি হল, বিদ্যুৎখাতসহ বিভিন্ন সেবামূলক খাতকে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য আইএমএফ ও ঋণদানকারী সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলোর চাপ। একসময় যেসব নাগরিক সুবিধা সরকারি উদ্যোগে ও দায়িত্বে দেয়া হত, সেগুলো ক্রমাগত সরকারি হাত থেকে বেসরকারি ও ব্যক্তিমালিকানায় তুলে দেয়ার নীতি বাস্তবায়নের পরামর্শ ও চাপ এরা দিচ্ছে। এবং আমাদের শাসকগোষ্ঠীও এই নীতি বাস্তবায়ন করে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের জন্য বিদ্যুৎ-জ্বালানি-পরিবহন-চিকিৎসা ইত্যাদি সেবামূলক খাত উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে জনগণের ওপর বাড়তি মূল্যের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে।

বিদ্যুৎ-গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারা?

বিদ্যুৎ-গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির সুফল যে রেন্টাল-কুইকরেন্টাল বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের পকেটে যায়, এ নিয়ে আজ কোনো সন্দেহ আছে কি? না, নেই। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী বি ডি রহমতউল্লাহ হিসাব করে দেখিয়েছেন, ভাড়াভিত্তিক রেন্টাল-কুইকরেন্টালের কারণে এ পর্যন্ত আমাদের ক্ষতি হয়েছে ৫০ হাজার কোটি টাকা। এ প্রক্রিয়ায় ২০২০ সালে গিয়ে আমাদের লোকসানের পরিমাণ দাঁড়াবে ২ লাখ কোটি টাকা! (আমাদের বুধবার, ১৯ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি '১৪) তার মানে এই ক্ষতি বা লোকসানের টাকাটা দিচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ এই বিপুল অর্থের যোগান দিচ্ছে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ – দু'ভাবেই।

এবারও যখন বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব পিডিবির পক্ষ থেকে রাখা হয়, তখন তার খাঁড়াটা কিন্তু সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপরই চালানো হয়। গত ৫ মার্চ '১৪ দৈনিক প্রথম আলোর 'বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব : গরিবের দেড় টাকা, ধনীর দুই পয়সা!' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) সবচেয়ে গরিব আবাসিক গ্রাহকদের প্রতি ইউনিট (এক কিলোওয়াট ঘণ্টা) বিদ্যুতের দাম এক টাকা ৩৭ পয়সা বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে। আর সবচেয়ে ধনী আবাসিক গ্রাহকের প্রতি ইউনিটের দাম বাড়াতে বলেছে মাত্র দুই পয়সা।"

আর বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর ১৫ মার্চ দৈনিক কালের কণ্ঠে প্রকাশিত 'শেষ পর্যন্ত গরিবের ওপরই বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির শক' শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "দুটি বাতি, একটি ফ্যান নিয়মিত ব্যবহার করলেই মাসে ৭৫ ইউনিটের মতো বিদ্যুৎ ব্যয় বলে ধরা হয়ে থাকে। এ ধাপের গ্রাহকের বিদ্যুতের দাম এত দিন কম রাখা হয়েছিল। গত বৃহস্পতিবার ঘোষিত বিদ্যুতের নতুন দরবিন্যাসের পর সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে এই শ্রেণীর ব্যবহারকারীরা। এবার বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) শূন্য থেকে ৫০ ইউনিট পর্যন্ত ব্যবহারকারীদের লাইফলাইন নামে একটি ভিন্ন বিন্যাসের আওতায় আনলেও এ স্তরের ব্যবহারকারীর সংখ্যা বড় নগণ্য। ফলে দরিদ্রদের বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়নি – বিদ্যুৎখাতের মূল্যনিয়ন্ত্রক সংস্থা বিইআরসির এমন ভাষ্যকে অনেকে 'আইওয়াশ' তথা 'চোখে ধুলা দেওয়া' হিসেবেই দেখছেন।" এতে আরো বলা হয়, "... বাংলাদেশে সব থেকে কম বিদ্যুৎ যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদেরও প্রতিমাসে কমপক্ষে ৬৫ থেকে ৭৫ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়। এর আগে যখন বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে তখন বিইআরসি দরিদ্রদের রক্ষার জন্য ৭৫ ইউনিট বিদ্যুতের দাম কম রেখেছিল। এবার বিইআরসি লাইফলাইন নামিয়ে এনেছে মাত্র ৫০ ইউনিটে। আর এবার লাইফলাইন শুধু পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ডের (আরইবি) হাতেগোনা কিছু গ্রাহক এ সুযোগ ভোগ করবেন।"

"দেশে প্রায় এক কোটি ২০ লাখ আবাসিক গ্রাহক বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। এর মধ্যে শুধু পল্লীবিদ্যুৎ বোর্ডের (আরইবি) ৭২টি সমিতির আওতায় ৮৩ লাখ আবাসিক গ্রাহক রয়েছে। বাকি চারটি বিতরণ প্রতিষ্ঠান পিডিবি, ওজোপাডিকো, ডিপিডিসি ও ডেসকোর রয়েছে ৩৭ লাখ আবাসিক গ্রাহক। আরইবিতে ৭৫ ইউনিট ব্যবহার করেন এমন গ্রাহকের সংখ্যা রয়েছে ৫৫ লাখ এবং এই দরিদ্র গ্রাহকের সবার ঘাড়েই চাপছে বাড়তি দরের বোঝা। আর ৫০ ইউনিটের দর ছাড়ের আওতায় আসা ভোক্তার সংখ্যা হবে বড়ই নগণ্য – মাত্র ৯ লাখ।" এখানে আরো একটি অভিনব প্রতারণার শিকার হচ্ছে দেশের মানুষ। বলা হচ্ছে যে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো নিয়ে বিইআরসি গণশুনানির আয়োজন করেছে, এবং ওই গণশুনানির মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত সংশোধন ও কার্যকর করা হবে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, গণশুনানির ভিত্তিতে বিইআরসি ১৫ মার্চের মধ্যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেও সে সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে ১ মার্চ থেকেই। অর্থাৎ গণশুনানিও একটা লোকদেখানো প্রক্রিয়া, আইওয়াশ মাত্র।

সুলভে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কি উপায় নেই?

অবশ্যই সুলভে, অল্প খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পথ আছে। আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎপ্লান্টগুলো থেকেই আমরা সুলভে বিদ্যুৎ পেতে পারি। কিন্তু সরকার সে পথে চলছে না। পিডিবির তথ্য অনুযায়ী গত তিন বছরে মেরামত না করার কারণে ১৪টি বিদ্যুৎপ্লান্টের ২৫টি গ্যাস চালিত ইউনিট বন্ধ হয়েছে। এছাড়া বড়পুকুরিয়াসহ অনেকগুলো প্লান্ট নানা কারিগরি ত্রুটির কারণে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। গ্যাস দিতে না পারায় অনেক প্ল্যান্ট বন্ধ। বিদ্যুৎ উৎপাদনে পুরনো যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কারণে ১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জ্বালিয়ে গড়ে ৫ মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে, যন্ত্রপাতির সংস্কার করে ৮ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। পুরনো বিদ্যুৎকেন্দ্রের যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে একই পরিমাণ গ্যাসে অন্তত ১ হাজার মেগাওয়াট বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। (প্রথম আলো, ১৬.১.১২) তিতাসের জরিপ অনুযায়ী, অধিকাংশ শিল্পকারখানার বয়লার পুরনো ও জ্বালানি ব্যবহারে অদক্ষ হবার কারণে ১৫ কোটি ঘনফুট গ্যাসের অপচয় হচ্ছে। তিতাসের আওতাধীন আবাসিক গ্রাহকদের ব্যবহৃত চুলা জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষ হলে প্রতিদিন আরও ৫ কোটি ঘনফুট গ্যাস সাশ্রয় করা সম্ভব। বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের বর্তমান চাহিদার তুলনায় ঘাটতি মাত্র ২০ কোটি ঘনফুট। গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর জ্বালানি ব্যবহারে গড় দক্ষতা ৬০ শতাংশের মতো। এগুলোতে কম্বাইন্ড সাইকেল প্রযুক্তি ব্যবহার করলে একই পরিমাণ গ্যাস ব্যবহার করে শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এসব দিকে মনোযোগ দেয়া বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার কোনো উদ্যোগ লক্ষিত হচ্ছে না। গ্যাস সংকটের কারণে বন্ধ ঘোড়াশাল সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১৪০ মেগাওয়াটের একটি ইউনিট। সিদ্ধিরগঞ্জ এসটি ২১০ মেগাওয়াটের কেন্দ্রটি গত বছরের জানুয়ারি থেকে বন্ধ। রাউজান ৩৮০, শিকলবাহা ২৫০, খুলনা এসটি ১১০ ও এসটি ৬০ এবং বাঘাবাড়ি জিটি ৭১ মেগাওয়াটের সরকারি কেন্দ্রগুলো দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। বন্ধ ভোলার ৭৮ মেগাওয়াটের কেন্দ্রটিও।

একদিকে সরকার গ্যাস সংকটের কথা বলে তেলভিত্তিক রেন্টাল-কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমতি দিয়েছে, অন্যদিকে দেশের গ্যাসক্ষেত্রগুলো অসম শর্তে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর হাতে তুলে দিয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতে লুটপাট ও মূল্যবৃদ্ধি রুখে দাঁড়ান

বিদ্যুৎ একটি অত্যাবশ্যকীয় জ্বালানি পণ্য যা শিল্প-কারখানা, কৃষি কাজ, ঘরবাড়ি সর্বত্রই প্রয়োজন। বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের প্রধান অংশই সাধারণ মানুষ – শহরের নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত, গ্রামের ছোট ও মাঝারি কৃষক, ছোট ছোট উৎপাদক, দোকানদার। এরা খুব অল্প পরিমাণে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেও মূল্যবৃদ্ধির ফলে এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। অথচ বড় বড় শিল্প-কারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক যারা বিপুল পরিমাণে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, তাদের জন্যে সরকার নানা রকম ভর্তুকি, কর ছাড়, আমদানি-রফতানি সহায়তা ইত্যাদি দিয়ে থাকেন। তারওপর এই বড় শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা দিনের পর দিন সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, বিদ্যুৎ-গ্যাসের বিল বকেয়া রাখে। এরাই রেন্টাল-কুইক রেন্টালের মালিক হয়ে লক্ষ কোটি টাকা লুট করছে। আমাদের সরকারগুলো – আওয়ামী লীগ হোক, বিএনপি-জামাত হোক – সবাই এদেরই স্বার্থ রক্ষা করে চলছে। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির ফলাফল সরাসরি যতটা দেখা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি ঘটে চক্রাকারে। এর ফলে কৃষি উৎপাদনের খরচ বাড়ে, শিল্পোৎপাদনের খরচও বাড়ে। আর ওই বাড়তি খরচের বোঝাও বহন করতে হয় সাধারণ মানুষকেই।

বিদ্যুৎখাতে সীমাহীন লুটপাট ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির এই দুষ্টচক্রের অবসান ঘটাতে হলে প্রয়োজন সর্বস্তরের সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহক এবং জনগণের পক্ষের বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সম্মিলিত গণআন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্র এবং সরকারের নীতির পরিবর্তন ঘটানো।

রাঙ্গামাটিতে পথিকৃৎ পাঠাগার উদ্বোধন

গত ৭ মার্চ রাঙ্গামাটি শহরের বনরুপাস্থ কাটাপাহাড় লেনের মোহাম্মদীয়া মার্কেটের দ্বিতীয় তলায়পথিকৃৎ পাঠাগারের উদ্বোধন করা হয়। বিশিষ্ট চিকিৎসক চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. কনিস্ক চাকমা শিশুদের হাতে বই তুলে দেয়ার মধ্য দিয়ে এই পাঠাগারের শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য মানস নন্দী। পাঠাগারের প্রধান সংগঠক বোধিসত্ব চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডা. রুপম দেওয়ান, সাংবাদিক দিশারী চাকমা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রিপন চাকমা, সাহিত্যিক ও সমাজসেবী তনয় দেওয়ান, ক্রীড়াবিদ নির্মল বড়ুয়া, সাংবাদিক সুশীল প্রসাদ চাকমা এবং স্কুল ছাত্রদের পক্ষে জওয়াং রাখাইন প্রমুখ। আলোচনা শেষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। এতে পাঠাগারের সংগঠকরা গান পরিবেশন করেন।

প্রধান বক্তা কমরেড মানস নন্দী বলেন, এই সমাজ মানুষ হতে দিচ্ছে না তা নয়, মানুষ হবার প্রক্রিয়াটাই ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। তার মধ্যে এই পাঠাগার একটা বড় ধরনের আন্দোলনের সূচনা করতে পারে। তিনি বলেন, এই পাঠাগার যদি রাঙ্গামাটিতে সেরকম এক আলোকশিখার প্রজ্জ্বলন ঘটায়, তাহলে এই পাঠাগার আন্দোলন সার্থকতা পাবে।

উদ্বোধক ডা. কনিস্ক চাকমা বলেন, কিশোর-তরুণদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিবর্তে কূপমণ্ডুকতা তৈরি হচ্ছে। এই পাঠাগার স্থাপনের মধ্য দিয়ে কিশোর-তরুণদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেই জ্ঞান সমাজের স্বার্থে কাজে লাগবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চা-শ্রমিক উচ্ছেদের প্রতিবাদ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) শ্রমিক পরিবারকে ভূমি থেকে উচ্ছেদের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। ভাঙা হচ্ছে শ্রমিকদের ঘরবাড়ি। কেটে নেয়া হচ্ছে শ্রমিকদের লাগানো বিভিন্ন গাছপালা। অথচ এরই মধ্যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহা আড়ম্বরে বিভাগীয় স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করে উন্নয়নের কৃতিত্ব নিলেন, কিন্তু এর আড়ালে চাপা পড়ে গেল চা শ্রমিকের ভূমি হারানোর বেদনা। বাস্তবে প্রধানমন্ত্রী দেশপ্রেমের যত কথাই বলেন না কেন তা আসলে শ্রমিকের স্বার্থের বিরুদ্ধেই যায়, এ ঘটনা তাই প্রমাণ করে। বক্তারা দাবি করেন, ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের তালিকা প্রণয়ন করে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন করতে হবে, কোনো অজুহাতে বাগানের জমি অন্য খাতে বরাদ্দ দেয়া যাবে না, বিভাগীয় স্টেডিয়ামের নানা কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুযায়ি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাগানের শ্রমিক ও যুবকদের নিয়োগ দিতে হবে, সকল সিদ্ধান্ত লিখিত আকারে শ্রমিকদের সামনে ঘোষণা করতে হবে।

চা বাগানে ডাক্তার নিয়োগ ও ঔষধ সরবরাহের দাবি

লাক্কাতুরা চা বাগানে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ ও পর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহ করে চা-শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার দাবিতে ২ মার্চ '১৪ সকাল ৭টায় লক্কাতুরা চা বাগানের 'ডিসপেনসারি'র সামনে চা-শ্রমিক ফেডারেশন লাক্কাতুরা বাগান শাখার মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। চা-শ্রমিক ফেডারেশন লাক্কাতুরা বাগান শাখার আহ্বায়ক বীরেন সিং-এর সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন চা-শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক হৃদেশ মুদি, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন সিলেট জেলার সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত সিনহা সুমন, চা-শ্রমিক ফেডারেশন লাক্কাতুরা বাগান শাখার সদস্য সচিব লাংকাট লোহার, সংগঠক আজিরুন বেগম, মলিন দাস, হরিনাথ গঞ্জু, মিনু লোহার, হীরামনি লোহার, বচন কালোয়ার, সন্তোষ নায়েক।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ ও অবৈধ সংসদ বাতিলের দাবি

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ, অবৈধ সংসদ বাতিল করে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দাবিতে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে ১১ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বাম মোর্চার সমন্বয়ক অধ্যাপক আবদুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাইফুল হক, জোনায়েদ সাকি, মোশরেফা মিশু, সিদ্দিকুর রহমান, নজরুল ইসলাম, হামিদুল হক, ফখরুদ্দিন আতিক।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ৫ জানুয়ারি '১৪ ভোটারবিহীন নীলনক্শার প্রহসনের নির্বাচন করে প্রশ্নবিদ্ধ দশম জাতীয় সংসদ ও সরকার গঠন করে শেখ হাসিনা দেশ শাসন করছে। এ সংসদ ও সরকারের কোনো নৈতিক ভিত্তি এবং দেশে-বিদেশে কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। জনগণের অনাস্থা ও সমর্থন না পেয়ে সরকার ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সরকার গঠন করেই পক্ষান্তরে চরম দমন-নিপীড়নের পথ বেছে নিয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে গত নির্বাচনের পর থেকে ৩০/৩২ জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চ্যাম্পিয়ান দাবিদার আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন তথাকথিত সর্বদলীয় সরকারের এধরনের ফ্যাসিবাদী আচরণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ও আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

কাজ-খাদ্য-ফসলের ন্যায্যমূল্যের দাবিতে সুন্দরগঞ্জে পদযাত্রা

২০ ফেব্রুয়ারি সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে কাজ-খাদ্য-কৃষকের ফসলের ন্যায্যমূল্যসহ হাসপাতালে পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগের দাবিতে সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সুন্দরগঞ্জে সাইতানতলা বাজার থেকে প্রফেসরবাজার-রামগঞ্জ-ব্র্যাকমোড় হয়ে ১০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পদযাত্রা সুন্দরগঞ্জ শহরে শেষ হয়। পদযাত্রার পথে পথে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এসব সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদের সদস্য সচিব মন্জুর আলম মিঠু, কাজী আবু রাহেন শফি উল-হ খোকন, বিরেন চন্দ্র শীল, আশরাফুল ইসলাম আকাশ, নিতাই চন্দ্র বর্মন, কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধের অঙ্গীকারে পালিত হল আন্তর্জাতিক নারী দিবস

ঢাকা : আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ১০৪তম বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র ঢাকা নগর শাখার উদ্যোগে ৮ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলন চত্বরে দিনব্যাপি আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বিকেল সাড়ে ৩টায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে র‍্যালি শুরু হয়ে পল্টন ঘুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয় এবং সেখান থেকে র‍্যালি পুনরায় হাইকোর্ট, দোয়েল চত্বর হয়ে টিএসসি মিলন চত্বর পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। এরপর মিলন চত্বরে বিকেল সাড়ে ৪টায় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ ও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা নগর শাখার সভাপতি এড. সুলতানা আক্তার রুবি, সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা ফখরুদ্দিন কবির আতিক, নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সভাপতি সীমা দত্ত, সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন, তাসলিমা নাজনীন সুরভী, নাঈমা খালেদ মনিকা, ইভা মজুমদার।

ঢাকায় নারীমুক্তি কেন্দ্রের র‍্যালি

চট্টগ্রাম : ৮ মার্চ বিকাল ৪টায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে এক সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন নারীমুক্তি কেন্দ্রের চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি পপি চাকমা, বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ডা. রত্না বৈষ্ণব তনু, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মহিলা কাউন্সিলর জান্নাতুল ফেরদাউস এবং পূরবী চক্রবর্তী।

সিলেট : নারীমুক্তি কেন্দ্র সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ৮ মার্চ বিকাল ৪টায় নগরীতে মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সিটি পয়েন্ট থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। নারীমুক্তি কেন্দ্র নেত্রী তামান্না আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ সিলেট জেলা আহ্বায়ক উজ্জ্বল রায়, নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সদস্য ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমা, ইশরাত রাহী রিশতা।

বগুড়া ও সিলেটে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের র‍্যালি

রংপুর : নারীমুক্তি কেন্দ্র রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বীরকন্যা প্রীতিলতা পাঠাগারে (কেডিসি রোড, লালবাগ) আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার সভাপতি আরশেদা খানম লিজুর সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ রংপুর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সদস্য ডা. ইয়াসমিন হক টুম্পা, কামরুন্নাহার খানম শিখা, ছাত্রফ্রন্ট রংপুর জেলা সভাপতি আহসানুল আরেফিন তিতু।

নোয়াখালী : নারীমুক্তি কেন্দ্র নোয়াখালী জেলা শাখার উদ্যোগে সংগঠনের জেলা কার্যালয়ে ৯ মার্চ বিকাল ৫টায় এক আলোচনা সভা অঞ্জনা রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদের সদস্য সচিব দলিলের রহমান দুলাল, শামীমা আরজু, তাজরিন নাহার তিথি, শামীমা আক্তার মৌসুমী এবং ছাত্রনেতা বিটুল তালুকদার।

বগুড়া : বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে ৮ মার্চ বেলা ১১টায় এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি শেষে সংগঠন কার্যালয়ে জেলা সংগঠক নূর জাহান রেখার সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ সমন্বয়ক প্রভাষক কৃষ্ণ কমল, বাসদ নেতা শামছুল আলম দুলু, প্রভাষক রঞ্জন দে, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতা আব্দুল হাই, নারীমুক্তি কেন্দ্রের সংগঠক বনানী রায় ববি, নওশীন মুশতারি সাথী, হাবিবা নাসরিন প্রমুখ।

ময়মনসিংহ : ১৩ মার্চ ময়মনসিংহ শহরে র‍্যালি ও জেলা বাসদ কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নারীমুক্তি কেন্দ্রের জেলা আহ্বায়ক সেঁজুতি চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অর্পিতা দাশ গুপ্তা, মিশুক দত্ত, ছাত্র ফ্রন্ট আনন্দমোহন কলেজ শাখার সদস্য সচিব তানভীর ভূঁইয়া, বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের সংগঠক জুনায়েদ হাসান খান, ছাত্র ফ্রন্ট বাকৃবি শাখার সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক জিনিয়া হোসাইন এ্যানি।

এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদার, ছাত্রীহলের সামনে বখাটেদের উত্ত্যক্তকরণ ও ইভটিজিং বন্ধ এবং মেয়েদের হলে প্রবেশের সময়সীমা বর্ধিত করার জন্য নারীমুক্তি কেন্দ্র বাকৃবি শাখার উদ্যোগে ১২ মার্চ কামাল রঞ্জিত মার্কেট ও শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাধারণ শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। মানববন্ধন শেষে এ সকল দাবিতে উপাচার্য বরাবর একটি স্মারকলিপি পেশ করে।

গাইবান্ধার কামারজানিতে নারীমুক্তি কেন্দ্রের মানববন্ধন

গত ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র গিদারী ও কামারজানি অঞ্চল শাখার উদ্যোগে অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা-মাদক-জুয়া-নারী নির্যাতন বন্ধ, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপে-ক্সগুলোতে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ ও পর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহ এবং মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১টায় কামারজানি বাজারে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে সংগঠনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক রোকেয়া খাতুনের সভাপতিত্বে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাসদ জেলা আহ্বায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, নারীমুক্তি কেন্দ্রের জেলা সাধারণ সম্পাদক নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, মাসুদ মিয়া, নিলুফার নীলা প্রমুখ।

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিল কর

(শেষ পৃষ্ঠার পর) লুটপাট বন্ধ ও রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র মেরামত-নতুন প্ল্যান্ট নির্মাণ করে স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বিদেশি কোম্পানির সাথে অসম গ্যাস উৎপাদন-বণ্টন চুক্তি বাতিল করার দাবিতে বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ৩ মার্চ বিকাল সাড়ে চারটায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের পর একটি বিক্ষোভ মিছিল পল্টন-বায়তুল মোকাররম-গুলিস্তান এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, প্রহসনের নির্বাচন করে ক্ষমতায় বসা এ সরকার অতীতের ধারাবাহিকতায় আগামীতেও যে গণবিরোধী শাসন চালাবে তার লক্ষণ ফুটে উঠেছে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে। বিদ্যুৎখাতে বিপুল লোকসানের জন্য দায়ী বেসরকারি রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো বন্ধ করার পরিবর্তে এদের কাছ থেকে উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির মেয়াদ ২০২০ সাল পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই প্ল্যান্টগুলোর মালিক বিদ্যুৎব্যবসায়ীদের মুনাফা যোগাতে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের পকেট কাটা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেছেন – বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ বাড়ায় দাম বাড়াতে হচ্ছে, অথচ কেন উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে তা বললেন না। বরং তিনি জনগণের সাথে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করে উপদেশ দিয়েছেন যে – বিদ্যুৎ অপচয় কমালে দাম বাড়লেও তাদের খরচ বাড়বে না। অন্যদিকে, গ্যাসখাতে লোকসান হচ্ছে বিদেশি কোম্পানির সাথে চুক্তির শর্তমতে তাদের কাছ থেকে বেশি দামে গ্যাস কেনার কারণে। এসব অসম চুক্তি বাতিল করে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দিয়ে গ্যাস উত্তোলনের পরিবর্তে শেখ হাসিনা সরকার নতুন করে আরো কঠিন শর্তে ভারতীয় কোম্পানিকে বঙ্গোপসাগরে দুটি গ্যাসব্লক বরাদ্দ দিয়েছেন। ফলে বিদ্যুৎ-গ্যাসখাতে দুর্নীতি-লুটপাট ও বেসরকারিকরণ নীতির কারণেই এসব অত্যাবশ্যকীয় গণপণ্যের দাম বাড়ছে।

মৌচাকে বাসদের বিক্ষোভ

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, সরকার অস্ত্র ক্রয়-৫০০০০ নতুন পুলিশ নিয়োগ-গাড়ী কেনা ইত্যাদি খাতে হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করছে, মন্ত্রী-এমপিদের হলফনামায় সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, অথচ জনস্বার্থে বিদ্যুৎ-গ্যাসে ভর্তুকি দেয়ার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে 'টাকা নেই'। সমাবেশ থেকে দাবি জানানো হয়, দ্রুত পুরনো রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো মেরামত ও নবায়ন এবং সরকারিখাতে নতুন বৃহদাকার কম্বাইণ্ড সাইকেল প্ল্যান্ট স্থাপন করে কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে হবে। একইসাথে বিদেশি কোম্পানিগুলোর সাথে অসম চুক্তি বাতিল করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও উদ্যোগে গ্যাস উত্তোলন বাড়াতে হবে। মধ্যবর্তী সময়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাসখাতে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি অব্যাহত রাখতে হবে। বক্তারা মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ও এইসকল দাবিতে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে দেশবাসী ও বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি আহ্বান জানান।

সিলেট : বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বাসদ সিলেট জেলার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ৫ মার্চ বিকাল ৪টায় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে সিটি পয়েন্টে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। উজ্জ্বল রায়ের সভাপতিত্বে এবং সুশান্ত সিনহার পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এড. হুমায়ূন রশীদ সোয়েব, রহমান রানা।

ওএনজিসি ও কনোকো-ফিলিপসের সাথে চুক্তি বাতিল কর

তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ ১৩ মার্চ সংবাদপত্রে দেয়া এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, আমরা গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, সরকার সংশোধিত 'পিএসসি ২০১২' অনুযায়ি ভারতের ওএনজিসির সাথে বঙ্গোপসাগরের ২টি গ্যাসব-ক চুক্তি স্বাক্ষরের পর গত ১২ মার্চ ২০১৪ অস্ট্রেলিয়া ও সিঙ্গাপুরের দুই কোম্পানির সাথে আরও একটি ব-ক নিয়ে চুক্তি সই করলো। সরকার থেকে আগামী মাসে যুক্তরাষ্ট্রের কনকো-ফিলিপসের সাথে আরও গ্যাসব-ক চুক্তি করারও ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের গ্যাসসম্পদ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তার প্রধান অবলম্বন। অথচ একের পর এক এসব চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাহীন করে, বিদেশি কোম্পানিকে এত বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে যে, নিজ দেশের গ্যাস সম্পদ বাংলাদেশের জন্য কোনো কাজে লাগানো যাবে না, বরং অর্থনীতিতে বোঝা হয়ে অভিশাপে পরিণত হবে।

বিবৃতিতে বলা হয়, সংশোধিত পিএসসি ২০১২-তে বিদেশি কোম্পানির অধিকতর মুনাফার স্বার্থে গ্যাসের ক্রয়মূল্য আগের চুক্তির তুলনায় শতকরা ৬০-৭০ ভাগ বাড়ানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রতিবছর গ্যাসের দাম বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তৃতীয়ত, ব্যয় পরিশোধ পর্বে গভীর সমুদ্রে বিদেশি কোম্পানির অংশীদারিত্ব শতকরা ৫৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি করে শতকরা ৭০ ভাগ করা হয়েছে। চতুর্থত, ইচ্ছামতো দামে তৃতীয় পক্ষের কাছে গ্যাস বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এতে বলা হয়, পুঁজির অভাবের কথা বলে এরকম চুক্তি করা হচ্ছে, অথচ সর্বশেষ চুক্তি অনুযায়ী ৫ বছরে মাত্র ২৩৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতিতে অস্ট্রেলীয় সান্টোস এবং সিঙ্গাপুরের কৃশ এনার্জি বঙ্গোপসাগরের ১১ নম্বর ব-কের ১০০০ বর্গকিলোমিটারের বেশি অঞ্চলের সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করলো। এইরকম মডেলে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের গ্যাস সম্পদ যে শুধু বিদেশি কোম্পানির দখলে চলে যাচ্ছে তাই নয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শিল্পায়নের জন্য গ্যাস সম্পদকে কাজে লাগানোর ভবিষ্যৎ সুযোগও বিপর্যস্ত হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে জ্বালানি ও জাতীয় নিরাপত্তা দুটোই হুমকির সম্মুখিন হচ্ছে।

জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা বারবার সরকারকে এই ধরনের চুক্তি স্বাক্ষর থেকে বিরত হয়ে পরিবর্তে জাতীয় সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করে, জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রেখে প্রয়োজনে সাবকন্ট্রাক্টের মাধ্যমে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন কার্যক্রম গ্রহণের দাবি জানিয়েছি। কিন্তু সরকার ক্ষমতায় এসেই আরও দ্রুত জনস্বার্থবিরোধী চুক্তি স্বাক্ষরের সর্বনাশা কাজে লিপ্ত হয়েছে। এই ধরনের চুক্তি কমিশনভোগী, জাতীয় স্বার্থবিরোধী শক্তি ছাড়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। জনগণকে বঞ্চিত করে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দেশের সম্পদ উজাড় করে দেওয়ার এইসব দুর্নীতিমূলক চুক্তির বিরুদ্ধে আমরা বিশেষজ্ঞসহ সকল পর্যায়ের মানুষকে সোচ্চার হবার আহ্বান জানাচ্ছি।

অধ্যাপক আলী আনোয়ারের মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন

অধ্যাপক আলী আনোয়ার

সেকুলার গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আজীবন সোচ্চার অধ্যাপক আলী আনোয়ার গত ৩ মার্চ চিকিৎসাধীন অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে ৭৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। গত ৭ মার্চ তাঁর মরদেহ বাংলা একাডেমিতে নিয়ে আসা হলে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বীরকন্যা প্রীতিলতার ভাস্কর্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দুই বরেণ্য দেশপ্রেমিক (২৪ সেপ্টেম্বর ২০১২, পাহাড়তলী ক্লাবের সামনে) – একজন বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী, অন্যজন ড. জামাল নজরুল ইসলাম। ২০১৩ সালে তাঁরা দু'জন আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। আগামী ১৬ মার্চ ড. জামাল নজরুল ইসলামের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী আগামী ১০ এপ্রিল। এই দুই সংগ্রামী দেশপ্রেমিক মানবতাবাদীর প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর শারীরিক অবস্থা উন্নতির দিকে

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী গত ২৫ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ঢাকার কাকরাইল মোড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় এক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। তিনি মাথায়, কোমরে এবং পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হন। আঘাতে তাঁর প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। তাঁকে দ্রুত নিকটস্থ একটি ক্লিনিকে নেয়া হয় এবং জরুরি প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। দলের সর্বস্তরের কর্মী-সমর্থকরা এ ঘটনা শুনে ছুটে যান। এরপর এদিন রাতেই তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্যে অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তাঁর মস্তিষ্কের আঘাত গুরুতর না হলেও মাথায় ৭টি সেলাই দিতে হয়েছে। তাঁর ডান পায়ের উরুর উপরের অংশে এবং ডান পায়ের পাতার হাড়ে ফ্র্যাকচার ধরা পড়েছে।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ডায়াবেটিস ও হার্টের রোগী। এছাড়া সম্প্রতি তিনি ক্যান্সারের চিকিৎসা গ্রহণ করছেন। এ পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনায় আঘাতের মাত্রা যাই হোক না কেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে দলের তরফ থেকে সাধ্যের সর্বোচ্চ দিয়ে উন্নত চিকিৎসার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীকে উন্নত চিকিৎসার জন্যে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৪ অনুষ্ঠিত দলের এক সভায় পার্টি নেতৃত্বের চিকিৎসার জরুরি প্রয়োজনে একটি কেন্দ্রীয় চিকিৎসা তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সভায় সারাদেশের সমস্ত কমরেডদের এ বিষয়ে সাড়া দেবার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। জেলা শাখাগুলোকে সর্বস্তরের কর্মী-সমর্থক-দরদীদের মধ্য থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তহবিলের জন্য পাঠানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। তহবিল গঠনের সার্বিক কাজ সমন্বয়ের জন্য কমরেড মানস নন্দীকে (ফোন : ০১৭১১-৮৮৯০৮০) দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

দুঃখ প্রকাশ

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর দুর্ঘটনার সংবাদটি গত সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০১৪) সাম্যবাদে আমাদের অসাবধানতায় বাদ পড়ে যায়। এ গুরুতর ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

ফ্যাসিবাদের বিপদ : বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে গত ১১ মার্চ সকাল সাড়ে ১০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'ফ্যাসিবাদের বিপদ : বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাম মোর্চার সমন্বয়ক অধ্যাপক আবদুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় আলোচনা করেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের ফয়জুল হাকিম লালা, সিপিবির সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাসদের বজলুর রশীদ ফিরোজ, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ বি ডি রহমতুল্লাহ, অধ্যাপক আকমল হোসেন, নয়া গণতান্ত্রিক গণমোর্চার জাফর হোসেন, জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চের মাসুদ খান, গরিব মুক্তি আন্দোলনের সামসুজ্জামান মিলন এবং বাম মোর্চার নেতৃবৃন্দের মধ্যে কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, সাইফুল হক, জোনায়েদ সাকী, সিদ্দিকুর রহমান, মোশাররফ হোসেন নান্নু, ইয়াসিন মিয়া, হামিদুল হক।

বাম মোর্চার পক্ষ থেকে বলা হয়, বাক্ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ-মিছিল করার অধিকার নিরাপত্তার অজুহাত তুলে সংকোচিত করা হয়েছে। সরকার বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার ও জেলে পাঠানো বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে, অথচ রাজনৈতিক বিবেচনায় সরকার দলীয় ৭ হাজার নেতা-কর্মীদের মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাছাড়া দলীয়কর্মী বিবেচনায় ফাঁসির আসামীকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছে। আইনের শাসন বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। মহাজোট সরকার তাদের দুর্নীতি, দখলদারিত্ব, লুটপাট, মতার মসনদে টিকে থাকার জন্য গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ফ্যাসিবাদী রূপ দিয়েছে।

আলালসহ নেতা-কর্মীদের উপর হামলার বিচার দাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) পরিবর্তে ১৮ কেজি চাল দেয়া হচ্ছিল। ইউনিয়ন পরিষদের এসব অনিয়ম দুর্নীতির প্রতিবাদে স্থানীয় জনসাধারণকে সাথে নিয়ে বাসদ আন্দোলন গড়ে তোলে। গড়ে ওঠে 'দুর্নীতি বিরোধী গণসংগ্রাম কমিটি'। আন্দোলনের মুখে ইউনিয়ন পরিষদ গত মাস থেকে ২৮ কেজি হারে চাল দিতে বাধ্য হয়। এর ধারাবাহিকতায় গত ৭ মার্চ বিকাল সাড়ে ৫টায় গোবিন্দপুর বাজারে ইউপি অফিসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক বিক্ষোভ মিছিল আয়োজন করা হয়। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও ইউপি চেয়ারম্যান রতন-এর নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী মিছিলে দেশীয় অস্ত্র, রাম দা, হকিস্টিক, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে সশস্ত্র হামলা চালায়। হামলাকারীরা বাসদ নেতা আলাল মিয়া, আবুল কালাম, আলফাজ, ছাত্র ফ্রন্ট হোসেনপুর থানার আহ্বায়ক সোহেল-কে নির্মমভাবে আহত করে। হামলার সময় সন্ত্রাসীরা আলাল মিয়া, আবুল কালামের মোবাইল ফোন, পকেটের পাঁচ হাজার টাকা ও সংগঠনের হ্যান্ডমাইক ছিনিয়ে নেয়। পরবর্তীতে আলাল মিয়া ও সোহেলকে কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। হামলার ঘটনায় হোসেনপুর থানায় একটি অভিযোগ দাখিল করা হয়। সমাবেশ থেকে অবিলম্বে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে গোবিন্দপুর বাজারে ইউপির দুর্নীতি বন্ধের দাবিতে গণসংগ্রাম কমিটির মিছিলে হামলার ঘটনার বিচার দাবি করা হয়। একই সাথে সারাদেশে ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

হামলার প্রতিবাদে গত ৮ মার্চ কিশোরগঞ্জ জেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সবিতা চাকমা হত্যা ও কমলছড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলার বিচার দাবি

সবিতা চাকমা হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার এবং এই ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেয়ার প্রতিবাদে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আন্দোলন, পাবর্ত্য চট্টগ্রামের উদ্যোগে ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের সড়কে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে শত শত নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে। সংগঠনের আহ্বায়ক টুকু তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পা:চ: নাগরিক কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান, প্রেসক্লাবের সভাপতি সুনীল কান্তি দে, উইম্যানস রিসোর্স নেটওয়ার্ক-এর এড. সুস্মিতা চাকমা ও লালসা চাকমা, সিপিবির সাধারণ সম্পাদক অনুপম বড়ুয়া, বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য বোধি সত্ব চাকমা, সিএইচটিওন নেত্রী নাই এ প্রু মারমা মেরি, ব্লাস্ট-এর পক্ষে এড. জুয়েল দেওয়ান, মারমা স্টুডেন্ট কাউন্সিলের চাইথোয়াই মারমা প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা সবিতা চাকমা হত্যা এবং এই হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য খাগড়াছড়িতে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানোর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান। বক্তারা বলেন, একটি স্বার্থান্বেষী মহল সবিতা চাকমা হত্যাকারীদের আড়াল করার জন্য ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। অন্যদিকে পুলিশ প্রশাসন এ হত্যা মামলা হতে সন্দেহভাজন আসামীদের নাম বাদ দিয়েছে। যার ফলে সবিতা চাকমা ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার ব্যাহত হবে। যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও রহস্যজনক।

বক্তারা বলেন, নারী হত্যা-ধর্ষণ-নির্যাতন একটি জঘন্য অপরাধ, এটি পাহাড়ি বা বাঙালির সাম্প্রদায়িক বিষয় হতে পারে না। এটি গোটা নারীসমাজের উপর আক্রমণ। নারী নির্যাতনকারীদের সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে বিচার করা যায় না। সমাবেশে বক্তারা সবিতা চাকমা হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার এবং তার পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার জোর দাবি জানান।

কার্ল মার্কস ও জে. ভি. স্ট্যালিন স্মরণে আলোচনা সভা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সদস্য কমরেড মনজুরা হক, ফখরুদ্দিন কবির আতিক, জয়দীপ ভট্টাচার্য। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, ব্যক্তিগত সমস্ত বিষয়ের ঊর্ধ্বে সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তি তথা মানব-মুক্তিই ছিল কার্ল মার্কসের লক্ষ্য। এতদিন ধরে দার্শনিকেরা শুধু জগতকে ব্যাখ্যা করে গেছেন কিন্তু মহামতি মার্কস শ্রমিকশ্রেণীর হাতে তুলে দিয়ে গেছেন দুনিয়া পাল্টানো যথার্থ হাতিয়ার – দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

৫ মার্চ সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মূল বক্তা ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড মানস নন্দী, ছাত্র ফ্রন্ট নেতা সাইফুল হাসান মুনাকাত, শুভ সাহা। রুশ বিপ্লবে লেনিনের সহযোদ্ধা হিসাবে এবং লেনিন-উত্তর সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিনির্মাণ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের নানা দিক তুলে ধরেন। আলোচকগণ বলেন, অভূতপূর্ব সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের কাছে এক আতঙ্ক হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের সেই আতঙ্ক আরো তীব্র হয়ে ওঠে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েত শক্তির কাছে ফ্যাসিবাদী জার্মানির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী বিশ্ব এটা বুঝতে পারে যে স্ট্যালিনের নামের সাথেই সমাজতন্ত্রের গৌরব ও বীরত্ব এক ও একাকার হয়ে গেঁথে আছে। সে কারণেই তারা স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করার জন্যে সর্বশক্তি দিয়ে উঠে পড়ে লাগে।

সাম্রাজ্যবাদীদের এই অপপ্রচারের শক্তি এতটাই প্রবল যে বহু বামপন্থীও তাতে বিভ্রান্ত। অথচ স্তালিনের সমকালে দুনিয়ার সমস্ত মানবতাবাদী শান্তিবাদী মনীষী একবাক্যে এ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে পৃথিবীর গণতন্ত্র ও সভ্যতার ভবিষ্যত নির্ভর করছে ফ্যাসিবাদের পরাজয় ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের মধ্যে। এসব ইতিহাসও আজ ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

জে. বি. স্ট্যালিন

"পূর্বে পুঁজিপতিরা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে মূল্য দিত, উদারনৈতিক ছিল এবং এভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্তু এখন আর এর লেশমাত্র নেই। 'ব্যক্তি স্বাধীনতা'র আজ আর অস্তিত্ব নেই। ব্যক্তির অধিকার আছে তাদেরই, যাদের হাতে পুঁজি আছে, বাকি সকল নাগরিককেই একমাত্র শোষণের উপকরণ হিসেবে গণ্য করা হয়। সকল মানুষের ও জাতির সমান অধিকারের নীতি কর্দমে পদদলিত করা হয়েছে এবং সংখ্যালঘু শোষকদের দ্বারা সংখ্যাগুরু শোষিতদের নির্বিচারে শোষণের অধিকারে পরিণত করা হয়েছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্বাধীনতার ঝান্ডা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

"পূর্বে বুর্জোয়াদের জাতির মাথা হিসেবেই গণ্য করা হতো। বুর্জোয়ারা তখন জাতির অধিকার ও স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিত এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিত। কিন্তু এখন আর 'জাতীয় নীতি'র চিহ্নমাত্র নেই। এখন বুর্জোয়ারা ডলার পাওয়ার লোভে জাতীয় স্বাধীনতা ও অধিকারকে বিক্রি করেছে। জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের ঝান্ডা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।"

(সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির উনিশতম কংগ্রেস, ১৪ অক্টোবর ১৯৫২)

বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর স্মরণে আলোচনা সভা

বরেণ্য বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোকাররম ভবনের ফার্মেসী লেকচার থিয়েটারে সত্যেন বসুর জীবন ও কর্মের ওপর এক আলোকচিত্র কোটেশন প্রদর্শনী এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনা করেন পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. গোলাম দস্তগীর আল-কাদেরী, ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী এন্ড ফার্মাকোলজি বিভাগের প্রভাষক জোবায়ের আল মাহমুদ, বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সংগঠক শুভ সাহা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইভা মজুমদার।

আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন চলছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) **বগুড়া :** আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদ এবং ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে ১৩ মার্চ সকাল ১১টায় বগুড়া রেলস্টেশনের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বগুড়া জেলা বাসদ সমন্বয়ক প্রভাষক কৃষ্ণ কমল, কৃষকনেতা শামছুল আলম দুলু, আব্দুল জলিল, বাসদ নেতা আব্দুল হাই, আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদের নেতা আব্দুর রশিদ।

৪ মার্চ বেলা ৩টায় আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদ বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে সাতমাথায় আলুচাষী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের বগুড়া জেলা শাখার নেতা শামছুল আলম দুলুর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীল সদস্য অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী ফিরোজ আহমেদ, কৃষ্ণ কমল, আব্দুল মজিদ দুদু, আব্দুর রশিদ, সাইফুল ইসলাম সাফি, আব্দুর রশিদ, সায়েদ আলী প্রমুখ। একই দাবিতে বাসদ বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে আলুচাষীদের নিয়ে ১২ ফেব্রুয়ারি সকালে বগুড়া শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদ ও সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৫টায় শেখেরকোলা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে আলুচাষী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আলু চাষী সংগ্রাম পরিষদ শেখেরকোলা ইউনিয়ন কমিটির সদস্য মো. আফজাল হোসেন মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা আব্দুল হাই, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের নেতা প্রভাষক রঞ্জন দে, আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদের সদস্য আলহাজ্ব মো. আব্দুর সাত্তার, মো. আব্দুর রহমান মন্ডল, মো. আজিজার রহমান প্রাং, মো. মিঠু প্রাং, মো. হাফিজার রহমান, মো. খোকা মিঞা, মো. আব্দুর রশিদ, ছাত্র ফ্রন্ট বগুড়া জেলার নেতা শীতল সাহা প্রমুখ।

রংপুর : ৩ মার্চ বিকেল ৫টায় আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদ রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মাহিগঞ্জে আলুচাষী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদের জেলা আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু'র সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তৃতা করেন গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, ফিরোজ আহমেদ, হামিদুল হক, রফিকুল ইসলাম, তৌহিদুর রহমান।

২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় কৃষক ফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে কৃষিমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্মারকলিপি পেশের পূর্বে অবস্থান কর্মসূচিতে আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তৃতা করেন বাসদ নেতা পলাশ কান্তি নাগ, আলুচাষী মনজিল মিয়া, মো. ইসলাম প্রমুখ।

২২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে কাউনিয়া উপজেলার তপিকল বাজারে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তৃতা করেন বাসদ নেতা পলাশ কান্তি নাগ, আলুচাষী আইয়ুব মিয়া। একই দিন পীরগাছা উপজেলার শরীফসুন্দর বাজারে ওসমান আলী-কে আহবায়ক ও সাজু মাস্টার-কে সদস্য সচিব করে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট আলুচাষী সংগ্রাম কমিটি শরীফসুন্দর অঞ্চল শাখা গঠন করা হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় কাউনিয়া উপজেলার বড়ুয়াহাট প্রত্যয় সমবায় সমিতির কার্যালয়ে আলুচাষী মনজিল মিয়ার সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আব্দুর রাজ্জাক-কে আহ্বায়ক ও শাহীনুর আলম শাহীন-কে সদস্যসচিব করে ৩০ সদস্যবিশিষ্ট আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

১২ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় কৃষক ফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে নগরীর সাতমাথায় বিক্ষোভ-সমাবেশ ও সড়ক অবরোধের কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী অবরোধ চলাকালে আলুচাষীরা আলু রাস্তায় ফেলে কর্মসূচিতে শামিল

৪ মার্চ বগুড়ায় আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী

হয়। রংপুর জেলা বাসদ সমন্বয়ক এবং কৃষক ফ্রন্টের সংগঠক আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ জেলা কমিটির সদস্য পলাশ কান্তি নাগ, কৃষক ফ্রন্টের সংগঠক এমদাদুল হক বাবু, দোলোয়ার হোসেন, আলুচাষী কফিল উদ্দিন, সাত্তার মিয়া, ইসলাম উদ্দিন প্রমুখ।

জয়পুরহাট : ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকালে জয়পুরহাটের বটতলীতে আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাসদ নেতা ওবায়দুল্লাহ মুসা, বক্তব্য রাখেন বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা মোশাররফ হোসেন নান্নু, আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব মনজুর আলম মিঠু, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের নেতা মাহমুদুল করিম, বাসদ নেতা ও আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদের জয়পুরহাট জেলার আহ্বায়ক শাহজামান তালুকদার, ছাত্রনেতা তাজিউল ইসলাম।

১২ ফেব্রুয়ারি জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলার বটতলী ৩ মাথা মোড়ে জয়পুরহাট-বগুড়া মহাসড়কে বস্তা বস্তা আলু ফেলে আলুচাষীরা ১ ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখে। অবরোধ চলাকালে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জয়পুরহাট জেলা বাসদের সমন্বয়ক কৃষিবিদ ওবায়দুল্লাহ মুসা, শাহাজামান তালুকদার, সিদ্দিকুর রহমান, একরামুল হক, ইয়াকুব আলী, তাজিউল ইসলাম প্রমুখ।

দিনাজপুর : চাষিদের ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত ক্ষেতমজুরদের সারাবছর কাজ, খাদ্য ও ভুমিহীনদের খাস জমির আধিকার নিশ্চিত করাসহ ৮ দফা দাবীতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট দিনাজপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

আলুচাষীদের আন্দোলনের সমর্থনে বাম মোর্চার সংহতি সমাবেশ

আন্দোলনরত আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদের ৭ দফা দাবির সমর্থনে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে সংহতি সমাবেশ ২৫ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার সমন্বয়ক অধ্যাপক আবদুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সাইফুল হক, মোশরেফা মিশু, মানস নন্দী, মোশাররফ হোসেন নান্নু, হামিদুল হক। সমাবেশের পর একটি বিক্ষোভ মিছিল রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, এবছর দেশের আলুচাষীরা আলু উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়েছে। অথচ আলু বিক্রি করতে গিয়ে চাষীদের লোকসান গুণতে হচ্ছে। প্রান্তিক চাষীদের এটা জীবন-মরণ সমস্যা হলেও সরকার নির্বিকার। বিএডিসি-কে সংকুচিত করে কৃষি বিপণন ব্যবস্থাসহ চাষের সকল উপকরণ, সার-বীজ-কীটনাশক-সেচ এবং বাজার-ব্যবস্থা সবকিছুই বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তাই কৃষিতে বাম্পার ফলন হলে তা কৃষকদের জন্য আশীর্বাদ না হয়ে গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়ায়। বক্তাগণ আলুচাষীদের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, কৃষি ফসলে ৩৫% মূল্য সহায়তা প্রদান, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি উদ্যোগে আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন, কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণ, বিদেশে আলু রপ্তানীর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, কোল্ডস্টোরেজে প্রতিবস্তা আলুর ভাড়া ১৫০ টাকা নির্ধারণ, বিএডিসি-কে সচল করাসহ সার-বীজ-সেচ-ডিজেল-বিদ্যুৎ ও চাষের যন্ত্রপাতিতে সরাসরি কৃষকদের ৫০% ভর্তুকি প্রদানের দাবি জানান।

নানা আয়োজনে মহান ভাষা শহীদ দিবস উদ্‌যাপন

মহান ভাষা শহীদ দিবস উপলক্ষে একুশের প্রথম প্রহরে রাত সাড়ে ১২টায় বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, মানস নন্দী, ওবায়দুল্লাহ মুসা, উজ্জল রায়, ফখরুদ্দিন কবির আতিক, জহিরুল ইসলাম, বেলাল চৌধুরী, সাইফুজ্জামান সাকন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এছাড়া বাসদ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র এবং শিশু কিশোর মেলার পক্ষ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে প্রভাতফেরিসহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

রংপুর : দিবসের প্রথম প্রহরে রংপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাসদ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ভাষা শহীদের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। এছাড়া ছাত্র ফ্রন্ট কারমাইকেল কলেজ ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পক্ষ থেকে স্ব স্ব ক্যাম্পাসে প্রভাতফেরি, শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ও ক্যাম্পাসে ভাষা আন্দোলনের আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। বাসদ পীরগাছা উপজেলা শাখার পক্ষ থেকেও স্থানীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। শিশুকিশোর মেলা রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বেলা ২টায় গুপ্তপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সাধারণজ্ঞান ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। মহান ভাষা শহীদ দিবস উপলক্ষে শিশুকিশোর মেলার সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পাড়ায় সাধারণ জ্ঞান ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাসহ নানা কর্মসূচি পালিত হয়।

সিলেট : শিশু কিশোর মেলা সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ভাষা দিবস উপলক্ষে শহরের গোপালটিলায় ২০ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টায় দেয়াল পত্রিকার উদ্বোধন করা হয়। 'একুশ মানে মাথা নত না করা' শিরোনামে প্রকাশিত দেয়াল পত্রিকার উদ্বোধন করেন সংগঠনের জেলা উপদেষ্টা এড. হুমায়ুন রশীদ শোয়েব। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিশু কিশোর মেলা সংগঠক লিপন আহমেদ, মিজানুর রহমান প্রমুখ। ২১ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টায় মেজরটিলায় সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের স্থানীয় উপদেষ্টা রয়েল কুমার আদিত্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন গণতন্ত্রী পার্টির নেতা বিপুল বিহারী দে, বীর মুক্তিযোদ্ধা সরোজ কান্তি ভট্টাচার্য, মেলার উপদেষ্টা ডা. ফাতেমা ইয়াসমিন ইমা, লিপন আহমেদ। আলোচনা সভা শেষে স্কুল ছাত্রদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পরবর্তীতে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টায় কাষ্ঠঘর-চালিবন্দরে দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধন করা হয়। দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধন করেন বসন্ত মেমোরিয়্যাল স্কুলের শিক্ষক শাহানা রহমান। উপস্থিত ছিলেন ডা. ফাতেমা ইয়াসমিন ইমা, রনেন সরকার রনি, সুশান্ত সিনহা সুমন, ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখার সভাপতি রেজাউর রহমান রানা, লিপন আহমেদ প্রমুখ । ২৩ ফেব্রুয়ারি দুপুর দেড়টায় সাউথ সুরমা স্কুলে সাধারণজ্ঞান প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সাউথ সুরমা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল হক, এড. হুমায়ুন রশীদ সোয়েব, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মো. বদরুল ইসলাম, শিশু কিশোর মেলার স্থানীয় উপদেষ্টা মুখলেছুর রহমান, জেলা সংগঠক সঞ্জয় কান্ত দাশ, লিপন আহমেদ। ।

বাঁশখালী : শিশু কিশোর মেলার উদ্যোগে সকাল ৭টায় পুষ্পমাল্য অর্পণ ও বিকাল ৩ ঘটিকায় আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক অনুষ্ঠিত হয়। মেলার সংগঠক অমৃত কারণের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অতিথি ছিলেন থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কামরুল হাছান পিপিএম, অধ্যাপক মানিক দে, শিক্ষক নেজাম উদ্দিন, শিক্ষিকা শম্পা চৌধুরী, সঙ্গীত শিক্ষক সুকুমার মলি-ক ও মিলন দাশ গুপ্ত, মেলার জেলা সংগঠক মিশু দত্ত প্রমুখ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক পরিচালনায় ছিলেন মিশু দেব, স্বপন দত্ত, বাবু দত্ত, মেলার সভাপতি রিংকু দে, তৃষা চৌধুরী দিপা, জবা দে, দেবী দে, রেখা, মোর্শেদা, আশেক, অরিন্দম ও অর্ণব।

গাইবান্ধা : ২০ ফেব্রুয়ারি শিশু কিশোর মেলার উদ্যোগে বোয়ালী উচ্চ বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা ও সাধারণজ্ঞান প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মেলার সংগঠক পাপন কুমার মহন্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আলোচনা করেন বোয়ালী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শরিফুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ সরকার, জেলা ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান, জেলা স্কুল বিষয়ক সম্পাদক জেসমিন আক্তার, শামিম।

ঢাকা নগর : শিশু কিশোর মেলার উদ্যোগে ঢাকার স্কুলে স্কুলে সাধারণজ্ঞান প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি বিকালে তেজগাঁ শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি পাঠাগারে মেলার সংগঠক রোকনুজ্জামান রনির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মাসুদ রানা। ২৮ ফেব্রুয়ারি পল্লবী এম আই মডেল হাই স্কুলে দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতা, সাধারণজ্ঞান প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আমিনুল ইসলামের পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শরীফুল চৌধুরী ও সাইফুল হাসান মুনাকাত। অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন মাহমুদুল হক আরিফ। ৫ মার্চ নবকুমার ইনস্টিটিউটে দিনব্যাপী প্রদর্শনী, সাধারণজ্ঞান প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও

রংপুরে শিশু কিশোরদের প্রভাতফেরি

আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঋতু রায়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুল হালিম, মেলা সংগঠক সাইফুল হাসান মুনাকাত ও সাইদুল হক নিশান। প্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ১২ মার্চ ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজে সাধারণজ্ঞান প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিরতণী ও আলোচনা সভা প্রতিষ্ঠানের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সাইদুল হক নিশানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর আলম, উপ-অধ্যক্ষ মইনুদ্দিন আহমেদ, শিক্ষক রিয়াজুল আলম রেজা, মেলা সংগঠক নাঈমা খালেদ মনিকা ও বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের সংগঠক পিয়াস দাশ।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি গঠন

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বৈঠক ১৪ মার্চ সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সংগঠক মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সিলেট নগর শাখার সভাপতি রেজাউর রহমান রানা, সহ-সভাপতি তামান্না আহমদ, অপূর্ব চন্দ্র সেন, উত্তম সরকার প্রমুখ। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মিজানুর রহমান-কে আহ্বায়ক ও অপূর্ব চন্দ্র সেন-কে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি গঠিত হয়।

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনে প্রগতিশীল ছাত্রজোট

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৩-'১৪ সেশনে আদায়কৃত বর্ধিত ফি ফেরতের দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের উদ্যোগে গত ৯ মার্চ উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও করা হয়। বেলা ১ টায় ছাত্রজোটের নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে উপস্থিত হয়ে অবস্থান গ্রহণ করে সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক মনোয়ার হোসেন, ছাত্র ইউনিয়নের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অন্যতম সদস্য সিরাজাম মুনিরা, ছাত্র ফ্রন্ট বেরোবি শাখার সভাপতি আহসান হাবীব প্রমুখ। সমাবেশ চলাকালে উপাচার্য এসে আন্দোলনকারীদের সাথে দেখা করে বলেন, কোনো প্রকার ফি বাড়ানো হয়নি শুধু নতুন খাত যুক্ত হওয়ায় অতিরিক্ত ফি আরোপ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন খাত যুক্ত হলে ফি আরও বাড়বে। কিন্তু ছাত্র জোট নেতারা হল অ্যাটাচমেন্ট বাবদ ১০০০ টাকা, ক্রেডিট ফি বৃদ্ধি বাবদ ২২৫ টাকা ছাড়াও বাকি ৪০০-৫০০ টাকার খাত সম্পর্কে জানতে চাইলে কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি ভিসি। বরং তিনি শিক্ষা উপকরণের দাম বৃদ্ধির কথা বলে ফি বাড়ানোর যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। এভাবে নানা বাকচাতুর্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ন্যায়সঙ্গত দাবি না মেনে নিলে জোট নেতারা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

উল্লেখ্য যে, শিক্ষার্থীদের প্রতি ক্রেডিট ফি ৩৫ থেকে ৫০ টাকা করায় সেমিস্টার ফি ২৭৫ টাকা থেকে ৩১৫ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া কাগজ-কালির মূল্য বৃদ্ধিসহ নানা অজুহাতে বৃদ্ধি করা হয়েছে আরও ৫০০ টাকা থেকে ৫৮০ টাকা। হল অ্যাটাচমেন্ট বাবদ ১০০০ টাকা নির্ধারণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বহন করতে হবে, অথচ সব মিলিয়ে হলে সিট আছে ১০০০ জনের। চলতি সেশনে বর্ধিত ১৭৮০ টাকা প্রত্যাহারের দাবিতে প্রগতিশীল ছাত্রজোট ক্যাম্পাসে গত ২ ও ৩ মার্চ দুইদিন ব্যাপী সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। ৬ মার্চ বেরোবি'র ২০১৩-'১৪ সেশনে আদায়কৃত বর্ধিত ফি ফেরতের দাবিতে ছাত্রজোটের উদ্যোগে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ-মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি প্রধান-প্রধান ভবন প্রদক্ষিণ শেষে কবি হেয়াত মামুদ ভবনের সামনে সমাবেশ করে। এর আগে ২৭ ফেব্রুয়ারি বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের উদ্যোগে বিক্ষোভ-মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

শচীন্দ্র কলেজে সকল বিষয়ে অনার্স চালুর দাবি

হবিগঞ্জ শচীন্দ্র ডিগ্রি কলেজে শিক্ষক সংকট ও ক্লাসরুম সংকট নিরসন করে সকল বিষয়ে অনার্স চালুর দাবিতে ২৭ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১টায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ব্যানারে খোয়াই নদীর কিবরিয়া ব্রিজ মুখে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। মানববন্ধন চলাকালে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মুরাদ হোসেনের সভাপতিত্বে এবং গোলাম রাব্বির পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন ২য় বর্ষের ছাত্র তারেক হোসাইন, মোবাশ্বির আহমেদ, রঞ্জিত সরকার, ১মবর্ষের ছাত্র মারুফ তালুকদার, রিংকু সূত্রধর, অপু মিয়া প্রমুখ। মানববন্ধনে দাবির প্রতি সংহতি ও সার্বিক সহযোগিতার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট হবিগঞ্জ জেলা শাখার সংগঠক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শফিকুল ইসলাম, বৃন্দাবন কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক, ছাত্রনেতা শামীম আহমেদ। মানববন্ধনে বক্তাগণ বলেন, বৃন্দাবন সরকারি কলেজে এবছর অনার্স ১ম বর্ষে ১০৫০টি আসনের বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে ৪০০৫ জন। অর্থাৎ চারভাগের তিনভাগ ছাত্র ভর্তি হতে পারবে না। এই ভর্তি সংকট নিরসনের জন্য শচীন্দ্র কলেজে কেবল ১টি বিষয় নয়, সকল বিষয়ে অনার্স চালু করা সময়ের দাবি। বক্তাগণ মহিলা কলেজ, চুনারুঘাট সরকারি কলেজ, নবীগঞ্জ ডিগ্রি কলেজসহ জেলার গুরুত্বপূর্ণ ডিগ্রি কলেজগুলোতে অনার্স চালুর দাবি জানান।

শাবিপ্রবিতে ছাত্র ফ্রন্টের ৭ম কাউন্সিল

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ৭ম কাউন্সিল ও ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ড. শামসুজ্জোহা দিবস উপলক্ষে ১৮ ফেব্রুয়ারি দিনব্যাপী তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল ৫টায় অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা ও কমিটি পরিচিতি সভা। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা বাসদ নেতা এড. হুমায়ুন রশীদ সোয়েব, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নাঈমা খালেদ মনিকা। আলোচনা সভা শেষে ৭ম কাউন্সিলের মাধ্যমে নির্বাচিত ৮ম কমিটি পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। নতুন কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন অনীক ধর, সাধারণ সম্পাদক অপু কুমার দাস। এছাড়া সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন সুদীপ্ত বিশ্বাস, ইশরাত রাহী রিশতা, প্রসেনজিত রুদ্র, অজল দেওয়ান, মাসুদ করিম সোহাগ ও টুনী আহমেদ।

মদন মোহন কলেজকে সরকারিকরণ ও সম্মানে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার দাবি

মদন মোহন কলেজকে সরকারিকরণ, সম্মানে বিজ্ঞান বিভাগ চালু , ছাত্র বেতন-ফি কমানো এবং ক্যাম্পাসে শহীদদের স্মৃতিফলক নির্মাণের দাবিতে ১৫ মার্চ সকাল ১১.৩০টায় ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করেছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট মদন মোহন কলেজ শাখা। কলেজ শাখার আহ্বায়ক লিপন আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক রুবেল মিয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখার সভাপতি রেজাউর রহমান রানা, কলেজ শাখার সদস্য প্রণব সিংহ প্রমুখ।

ছাত্র ফ্রন্ট নবীগঞ্জ উপজেলা কমিটি গঠন

গত ৮ মার্চ বিকাল ৫টায় নবীগঞ্জ উপজেলা অস্থায়ী কার্যালয়ে নয়ন পালের সভাপতিত্বে এবং সাগর রায়ের পরিচালনায় এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সাম্যবাদ পাঠক ফোরাম নবীগঞ্জ উপজেলা শাখার সমন্বয়ক ডা. সুব্রত চক্রবর্তী এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শফিকুল ইসলাম। সভায় বক্তব্য রাখেন মো. শাহিদুল ইসলাম চৌধুরী, সাজু চক্রবর্তী প্রমুখ। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নয়ন পালকে আহ্বায়ক ও সাগর রায়কে সাধারণ সম্পাদক করে আট সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন বিষ্ণু চক্রবর্তী, মোঃ শাহিদুল ইসলাম চৌধুরী, সাজু চক্রবর্তী, চম্পক পাল, নিখিল চক্রবর্তী, জয়ন্ত দাস।

প্রতারণার শিকার ইউক্রেনের জনগণ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) এজেন্ট। এ ছাড়া আন্দোলনকারীদের মধ্যে রয়েছে নাৎসীবাদী আওয়ার ইউক্রেন পার্টি। রয়েছে অল ইউক্রেনিয়ান ইউনিয়ন 'স্ভোবোদা' পার্টি। চরম দক্ষিণপন্থী জোট অ্যালায়েন্স অব ইউরোপিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট (এইএনএম)-এর অন্তর্ভুক্ত হল স্ভোবোদা পার্টি। এই জোটের অন্য শরীকরা হল হাঙ্গেরির নয়া নাৎসী জোব্বিক পার্টি, ফ্রান্সের ন্যাশনাল ফ্রন্ট। ব্রিটিশ ন্যাশনাল পার্টির নেতা নিক গ্রিফিন এইএনএম-এর সহ-সভাপতি। স্ভোবোদা ইটালির নাৎসীবাদী ফোর্জা নুয়োভা এবং চরম দক্ষিণপন্থী জার্মান ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাথে সম্পর্ক রেখে চলে। হিটলার কবলিত সোভিয়েত ইউনিয়নে অসংখ্য গণহত্যার ধারাবাহিকতা আজও বহন করে চলেছে এই সভোবোদা। অন্দোলন চলাকালীন এরাই ভেঙ্গেছিল মহান লেনিনের মূর্তি। এই নিষ্প্রাণ মূর্তিই তাদের বুকে কাঁপন ধরায়। কারণ তারা জানে এই মানুষটির মহান শিক্ষাই সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীদের সমস্ত জারিজুরি ভেঙ্গে বিশ্বে আবার সমাজতন্ত্র আনবে। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করবে।

রাশিয়া বিরোধী এমনই কীর্তিমানদের সাথে যুক্ত হয়েছে ভিতালি ক্লিৎস্কোর ইউডার পার্টি। ইনি বিশ্ব হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ান এবং ন্যাশনাল হিরো। ২০১৫ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হবেন বলে তিনি আগাম ঘোষণা করে রেখেছেন। জার্মান ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট ইউনিয়ন পার্টি খোলাখুলি স্বীকার করেছে, ক্লিৎস্কোকে নিয়োগই করা হয়েছে ইউক্রেনে একটি দক্ষিণপন্থী পার্টি গঠন করে রাজধানী কিয়েভে সর্বদা ইইউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার জন্য।

এই হলো গত তিনমাস ধরে ইউক্রেনে চলা আন্দোলন এবং গত কয়েকদিনের কিয়েভের ইনডিপেনডেন্স স্কোয়ার দখলের লড়াইয়ের রাজনৈতিক নেতৃত্ব। এরা আনবেন ইউক্রেনে শান্তি, সুস্থিতি এবং জনগণের সমৃদ্ধি।

সে যাই হোক, এরাই সে দেশে পুঁজিবাদী শাসনে বিক্ষুব্ধ মানুষদের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত করে এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নামিয়েছেন। শুধু কি এরা? এদের পেছনে রয়েছেন নাটের গুরুরা। আমেরিকার রিপাবলিক সেনেটর জন ম্যাককেইন ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব স্টেট ভিক্টোরিয়া নিউল্যান্ড, ইইউ-র বৈদেশিক দপ্তরের প্রধান ক্যাথরিন অ্যাস্টন এবং জার্মান চ্যান্সেলার অ্যাঞ্জেলা মার্কেলের প্রতিনিধি বিদেশমন্ত্রী গুইডো ওয়েস্টারওয়েলের মতো হেভিওয়েটরা এসে বারবার প্রতিবাদী মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন। সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থপুষ্ট বিভিন্ন এনজিও এইসব বিক্ষোভ মিছিলে সক্রিয় অংশ নিয়েছে। এমনকী কুখ্যাত 'অটপর' সংগঠনও কিয়েভে বিরোধীদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। এই সেই 'অটপর' যারা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের দেয়া অর্থের বিনিময়ে যুগোস্লাভিয়ার স্লোবাদান মিলোসেভিচ সরকারের পতন ঘটিয়েছিল, ভেনিজুয়েলায় উগো শ্যাভেজবিরোধী দক্ষিণপন্থীদের মদত দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, প্রেসিডেন্ট ইয়ানুকোভিচকে অপসারণের সাথে সাথেই যে ইউলিয়া টিমশেঙ্কোকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হল এবং যাকে প্রেসিডেন্টের পদে বসানোর তোড়জোড় চলছে, তার পার্টি জার্মানি ঘেঁষা 'বাটকিভচাইনা'ও এই ষড়যন্ত্রীদের সঙ্গে আছে। এই ইউলিয়া টিমশেঙ্কো ছিলেন ইউক্রেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। প্রতারণা ও তহবিল তছরুপের অভিযোগেই তিনি জেল খাটছিলেন।

এইসব মহান গণতন্ত্রী ও স্বাধীনতাপ্রেমী নেতাদের স্বার্থ কী? আসলে তারা চান ইউক্রেনকে ইইউ-র লেজুড়ে পরিণত করতে। আর আমেরিকা ও ইউরোপের বিশেষ স্বার্থ হল বিশ্বে তাদের আধিপত্য বাড়িয়ে চলা। এবং সেই উদ্দেশ্যে অপর শক্তিধর দেশ রাশিয়াকে ঘায়েল করতে তাকে ঘিরে মার্কিন-ইইউ প্রভাবাধীন অঞ্চল, সেখানে তার বশংবদ পুতুল সরকার এবং সামরিক ঘাঁটি তৈরি করা।

একটু পেছনের দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাব, সাম্রাজ্যবাদী জার্মান ইউক্রেনসনহ এতদ অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলিকে তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউক্রেনকে রাশিয়ার প্রভাব থেকে বের করে আনার জন্য সে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করছে। পাশাপাশি ইইউ-কে দিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে যাতে ইউক্রেন ওই অর্থনৈতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। না করলে তারা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করারও হুমকি দিয়েছে। অথচ এই বাণিজ্য চুক্তি মানলে ইইউ-এর পণ্যে ইউক্রেন ছেয়ে যাবে, দেশীয় শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। কিছু ঋণ পাওয়া যাবে সত্য, কিন্তু শর্ত অনুযায়ী জনগণের জন্য বরাদ্দ সমস্ত ভর্তুকি বন্ধ করতে হবে এবং ঋণ শোধ করতে ব্যাপক ব্যয় সংকোচ করতে হবে। এর ফলে ইউক্রেন সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে যাবে গ্রিস, পর্তুগাল, স্পেন, আয়ারল্যান্ড, সাইপ্রাস সহ অন্যান্য ইইউ সদস্য দেশগুলোর মতো। সেই কারণেই পুঁজিবাদী রাশিয়ার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক শর্তে চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত ছিল প্রেসিডেন্ট ইয়ানুকোভিচের। ফলে, রাজধানী কিয়েভে সম্প্রতি যা ঘটে গেল, তাকে 'গণতান্ত্রিক ইইউ পন্থী বিরোধীদের' সঙ্গে 'রাশিয়াপন্থী স্বৈরাচারী' সরকারের সংঘর্ষ বলে মনে করার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু ইউক্রেনকে আজ ইইউ বা রাশিয়ার দ্বারস্থ হতে হচ্ছে কেন? সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় ইউক্রেন তো ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে দ্বিতীয় সর্বোন্নত প্রজাতন্ত্র। বিশাল পরিমাণ উর্বর কৃষি জমির দেশ। ইউক্রেনকে বলা হতো রাশিয়ার শস্যভাণ্ডার। সেখানে শিল্পের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল নানা শক্তির কেন্দ্র, দেশের অগ্রগতির জন্য ছিল বিশাল পরিমাণ সুশিক্ষিত মানব সম্পদ। কিন্তু সংশোধনবাদী নেতৃত্বের কবলে পড়ে ১৯৯১ সালে সেই রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন ঘটে, ফিরে আসে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। ইউক্রেনও স্বাধীনতা লাভ করে, পুঁজিবাদী স্বাধীনতা। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে এই স্বাধীনতাতেই অধিকতর কল্যাণ হবে – জনসাধারণের কাছে এই প্রচার করতে করতেই পুনরাবির্ভূত পুঁজিপতিশ্রেণি সে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গড়ে তোলা সমস্ত সামাজিক সম্পদকে ব্যক্তিগতভাবে লুঠ করেছে। সমৃদ্ধশালী দেশ ইউক্রেনে আজ শতকরা ২৫ ভাগ লোকই দরিদ্র। ৬ কোটি মানুষ বিদেশে চলে গেছেন রোজগারের আশায়। তাদের পাঠানো টাকাই এখন দেশের জিডিপি'র ২৫ শতাংশ। যার উপর নির্ভর করে কোনোরকমে বেঁচে আছে দেশের বিশাল সংখ্যক মানুষ। গরিব ঘরের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ নেই, বাড়ছে মানুষের মৃত্যুহার। এই হল অতি সংক্ষেপে সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উন্নয়নের খতিয়ান। ফলে, শোষিত মানুষের মধ্যে জমা হয়েই ছিল বিক্ষোভের বারুদের স্তূপ। সাম্রাজ্যবাদীরা আজ তারই সুযোগ নিয়েছে।

পুঁজিবাদী শাসক ইয়ানুকোভিচের অপসারণের পর পরিস্থিতি যে দিকে যাচ্ছে, তাতে সমগ্র ইউক্রেন গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেও আশ্চর্যের হবে না।

[সূত্র : ভারতের সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া(কমিউনিস্ট)–এসইউসিআই(সি) দলের বাংলা মুখপত্র সাপ্তাহিক গণদাবী, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]

যশোরে ছাত্র জোটের সমাবেশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের নেতৃবৃন্দ ও আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের নামে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যিক নাইটকোর্স চালু ও ফি বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংকট নিরসনসহ বিভিন্ন দাবিতে যশোর জেলা প্রগতিশীল ছাত্র জোটের উদ্যোগে ১২ মার্চ বিকাল ৫টায় দড়াটানা ভৈরব চত্বরে ছাত্রসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী জেলা কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক পলাশ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ও ছাত্র ফ্রন্ট নেতা কৃষ্ণেন্দু মণ্ডলের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন, ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সৈকত মল্লিক, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ফয়সাল ফারুক অভীক, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নাসিরউদ্দিন প্রিন্স ও ছাত্র ফ্রন্ট জেলা সংগঠক সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস।

শক্তিশালী গণআন্দোলনই জনগণকে পথ দেখাতে পারে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বারে বারে বিদ্রোহ করতে হয়েছে সামরিক-বেসামরিক নানা স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে – '৯০এর গণঅভ্যুত্থান যার মাইল ফলক। কিন্তু সেই বিদ্রোহী বাংলা আজ যেন দিশেহারা, বাংলাদেশের মানুষ যেন অসহায়।

ফ্যাসিবাদ আজ বুর্জোয়া শাসনের সাধারণ প্রবণতা

একটা একতরফা ভোটারবিহীন প্রার্থীবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে পুনর্বার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসীন। একদা পতিত সামরিক স্বৈরাচার আর বামপন্থি বলে পরিচিত দুই বিপরীত মেরুর রাজনৈতিক শক্তি আওয়ামী লীগের সাথী হয়েছে। 'পাকা বাম'দের সাথে নিয়েই শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী শাসকগোষ্ঠী এদেশে এক ফ্যাসিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। এবং আরো কিছু পাকা বাম হাসিনার অগণতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদী শাসককে বৈধতা দেয়ার নানা ফায়দা-ফিকির খুঁজছে।

জনগণের সাবভৌমত্ব অর্থাৎ জনগণের অধিকারের সুরক্ষা ও নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ঘোষণা করেই আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছিল, এটা সবার জানা। এসব কথা আমাদের সংবিধানেও লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এসবই এখন ইতিহাসের কথা, কেতাবের কথা। রুঢ় বাস্তব অন্য কথা বলছে। সারা দুনিয়া জুড়েই বুর্জোয়া রাষ্ট্র, আবির্ভাবের পর থেকে ক্রমাগত ফ্যাসিবাদী রূপ নিয়েছে। আইনসভা, বিচারবিভাগ ও প্রশাসন – রাষ্ট্রের এই তিন স্তম্ভের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য এখন সোনার পাথরবাটি। কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ক্ষমতার মূল নিয়ন্ত্রণ ক্রমাগত প্রশাসনের হাতে, এবং পরোক্ষে সেনাবাহিনীর হাতে চলে গিয়েছে। সারা দুনিয়াকে গণতন্ত্রের সবক দেওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিলিটারি রাষ্ট্র। একই চিত্র আমাদের প্রতিবেশী, বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ বলে পরিচিত ভারতের ক্ষেত্রেও। কেন এমন হচ্ছে?

মহামতি মার্কস সারা দুনিয়ার মানুষের সামনে পুঁজির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত করে দেখিয়ে গেছেন, পুঁজির ধর্মই শোষণ আর লুণ্ঠন। এ প্রক্রিয়াতেই পুঁজির বাড়-বাড়ন্ত হয়। নির্মম শ্রম শোষণ, সম্পদ লুণ্ঠন চালিয়ে এবং ছোট ছোট পুঁজিকে গ্রাস করে বড় পুঁজির জন্ম হয়। পুঁজি ক্রমাগত একচেটিয়া চরিত্র লাভ করে। মার্কসের সুযোগ্য অনুসারী কমরেড লেনিন উন্মোচন করেছেন একচেটিয়া পুঁজির চরিত্র। এই একচেটিয়া পুঁজি নিজের দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে হানা দেয় পরদেশে। পরদেশ হানাদেয়া পুঁজির এই চরিত্রকে তিনি চিহ্নিত করেছেন সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে। সাম্রাজ্যবাদ মানেই বর্বর আগ্রাসন, নগ্ন শোষণ, নির্মম লুণ্ঠন।

কিন্তু সব দেশের পুঁজিই তো আর অন্যান্য সব বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সাথে মোকবেলা করে নিজের দেশের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে না। বরং তাদের ওপর সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আধিপত্যও থাকে। তাই বলে তার আগ্রাসী চরিত্র কি সংশোধন হয়ে যায়? না, তা যায় না। নিজ দেশের মাটিতেও সে ফ্যাসিস্ট চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হয়। এর আরো একটি কারণ হল, বুর্জোয়াশ্রেণী যে গণতন্ত্র, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি শব্দের দোহাই দিতে থাকে – এর কোনোটাই সে রক্ষা করতে কিংবা পালন করতে পারে না। দেশের মানুষের উপর পুঁজির নির্মম শোষণ চালাতে গিয়ে এর কোনোটাকে রক্ষা করা সম্ভবও নয়। শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত জনগণের ক্ষোভ-বিক্ষোভকে দমন করার উদগ্র তাগিদ থেকে এবং শ্রমিক বিপ্লবের ভীতি থেকেই জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, মানবিক অধিকার, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি হরণ করা, খর্ব করা শুরু করে। এ যুগের মহান মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন যে আজকের দিনে বুর্জোয়া শাসনের সাধারণ প্রবণতাই হল ফ্যাসিবাদ। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের খোলস বা দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার ঠাঁটবাট বজায় রেখেই সেটা হতে পারে।

এটা আমরা জানি যে, অবাধ প্রতিযোগিতামূলক (lais·sez faire) পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে অবলম্বন করে রাজনৈতিক উপরিকাঠামোতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই পুঁজিবাদ যখন অবাধ প্রতিযোগিতার স্তর পার হয়ে একচেটিয়া বৈশিষ্ট্য নিল (অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উন্নীত হল) তখন তার ছাপ শাসনতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থাতেও পড়তে শুরু করল। আর এ কারণেই পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শাসনব্যবস্থায় স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা দিনে দিনে ফুটে উঠতে লাগল। এই স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতাই বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থনৈতিক সংকটের ফলে উগ্র জাত্যাভিমান, জাতীয়তাবাদ, গরিব মানুষের কল্যাণ ইত্যাদি মুখরোচক বুলির আড়ালে ফ্যাসিস্ট শাসনের চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আর আমাদের দেশে এই পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে ইতিহাসের এমন একটা সময়ে যখন বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদ চূড়ান্ত অবক্ষয়ী। ফলে অর্থনীতিতে লুটপাট ও শাসনব্যবস্থায় জবরদস্তি এর জন্মকালীণন বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটতে থাকে বিশেষ ক্ষমতা আইন, রক্ষী বাহিনী, বাকশাল, সামরিক অভ্যুত্থান, সামরিক শাসন, আদালতের উপর নিয়ন্ত্রণ, সংবাদ মাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণ, বিরোধী মত দমন ইত্যাদি চেহারায়। বর্তমান শাসকদের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা-জঙ্গীবাদ মোকাবেলা ইত্যাদি আপাত প্রগতিশীল শব্দ ও ক্রিয়াকর্মের আড়ালে চূড়ান্ত ফ্যাসিবাদী শাসন পরিচালনা করার সাংস্কৃতিক ও ভাবাদর্শগত পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

একচেটিয়া পুঁজির শোষণ-লুটপাটের জন্য চাই প্রতিরোধহীন 'স্থিতিশীল' পরিবেশ

বাংলাদেশের মাটিতে গত ৪২ বছর ধরে শিল্প-কৃষি-ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমস্ত ক্ষেত্রে বেপরোয়া শোষণ, লুণ্ঠনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের প্রক্রিয়ায় একটি শক্তিশালী বুর্জোয়াগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এই গোষ্ঠী দেশের অর্থনীতির উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে। ইতোমধ্যে গড়ে ওঠা শ্রমদক্ষতা ও সস্তা শ্রমের বিশাল বাজার কাজে লাগিয়ে বিনিয়োগের যে বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, বুর্জোয়াশ্রেণী একে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চায়। বাংলাদেশের বুর্জোয়াশ্রেণী বিদেশের বাজারেও নিজেদের পুঁজি ও পণ্য নিয়ে হাজির থাকতে চায়। এই উভয় প্রয়োজনে বিদেশি বহুজাতিক পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে গাঁটছড়া বেঁধে থাকাটা আমাদের দেশের পুঁজিপতিগোষ্ঠীর জন্য একান্ত দরকার। দেশি-বিদেশি পুঁজির এই শ্রম-শোষণ ও বাজার লুণ্ঠনের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক 'স্থিতিশীলতা' যার আড়ালে বুর্জোয়া শোষণ-নিপীড়নে পিষ্ট বিশাল জনগণকে শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং গণবিক্ষোভ ও গণআন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করা যায়। একচেটিয়া পুঁজির প্রয়োজন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণমূলক একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা দাঁড় করানো – ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করা। আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, মাত্র কিছু দিন আগেও কথিত 'মাইনাস টু ফর্মুলা'র এক চক্রান্তমূলক পথে এদেশের বুর্জোয়াদের হাঁটতে দেখা গেছে। এর পেছনের অন্যতম উদ্দেশ্যও ছিল একটি নিয়ন্ত্রণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা দাঁড় করানো যেখানে জনগণের বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, গণআন্দোলনকে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

বামপন্থীদের বিভ্রান্তি ও শক্তির দুর্বলতা : জনগণের অসহায়ত্ব

আমরা মনে করি, এদেশের বামপন্থী শক্তিগুলোর এক তীব্র আত্মসমালোচনার মুখোমুখি দাঁড়াবার সময় এসেছে। বুর্জোয়াশ্রেণী এবং শাসকগোষ্ঠী কেমন করে দেশের জনগণের উপর বর্বর ফ্যাসিবাদী শাসন চাপিয়ে দিতে পারল? একি শুধুই বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর নিজস্ব প্রয়োজন ছিল বলেই? আমরা মনে করি, শুধু তা নয়। এক্ষেত্রে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিভ্রান্তি ও দুর্বলতাও একটা বড় কারণ। এদেশের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তি বলে পরিচিত দল ও শক্তিগুলোর নানা ধরনের বিভ্রান্তি এবং দুর্বলতাই জনগণকে অসংগঠিত ও শক্তিহীন, উপায়হীন অবস্থায় নিক্ষেপ করেছে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীকে সুযোগ করে দিয়েছে। এ কথা সত্য যে এদেশের মানুষ, এবং বামপন্থী শক্তিগুলো বহু লড়াই সংগ্রাম করেছে, বিরাট আত্মত্যাগও করেছে। কিন্তু কোনো লড়াই সংগ্রামই যথার্থ পথ পেতে পারে না, যদি না তার রাজনৈতিক দিশা সঠিক থাকে।

বামপন্থী দলগুলো আদর্শিকভাবে, তাত্ত্বিকভাবে এবং সাংগঠনিকভাবে এ দিশা তুলে ধরতে আপাত হলেও ব্যর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা দুটি বড় ধরনের বিভ্রান্তি এবং দুর্বলতা দেখতে পাই : এক. শত্রু চিহ্নিত করার সমস্যা, দুই. শত্রুর বিরুদ্ধে যথার্থ এবং কার্যকর শক্তি গড়ে তোলার পথ অনুসরণ না করার সমস্যা।

আমাদের দেশের বামপন্থী শক্তির একটা বড় অংশই জনগণের মূল শত্রু হিসাবে দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীকে চিহ্নিত করতে এবং তার বিরুদ্ধে কার্যকর গণআন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। বামপন্থী বন্ধুদের কেউ কেউ সাম্রাজ্যবাদকে জনগণের প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, কেউ কেউ প্রধান শত্রু ও সমস্যা হিসাবে মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতাকে চিহ্নিত করেছেন। বামপন্থী বন্ধুদের এই ভুল জনগণের একটা অংশকেও বিভ্রান্ত করেছে, ভুল পথে পরিচালিত করেছে। শুধু তাই নয়, এই ভুল থেকে বামপন্থীদের অনেকেই ঘুরে-ফিরে জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রগতিশীল উপাদান খুঁজে পেয়েছেন, লড়াইয়ের মিত্র খুঁজে পেয়েছেন। অথচ গত ৪২ বছরের ইতিহাস প্রমাণ করেছে, এখানকার বুর্জোয়াদের কোনো অংশই সাম্রাজ্যবাদ বা মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কার্যকর ও আপসহীন লড়াই করা দূরে থাক, নানা মাত্রায় এসব শক্তির সাথে আপস-সমঝোতা করে চলেছে। এভাবে যে বুর্জোয়াশ্রেণী আজ দেশের জনগণের প্রধান শত্রু, জনগণের সকল দুর্দশার প্রধান কারণ – তাদেরকে উন্মোচিত করার পরিবর্তে বুর্জোয়াদের কোনো-না-কোনো অংশ সম্পর্কে জনগণকে মোহগ্রস্ত করতে সহযোগিতা করেছেন।

শত্রুর বিরুদ্ধে যথার্থ ও কার্যকর শক্তি গড়ে তোলার পথ কি? একমাত্র ধারাবাহিক ও দীর্ঘমেয়াদী গণআন্দোলন গণসংগ্রামের পথেই জনগণের শক্তি হিসাবে বামপন্থীরা দাঁড়াতে পারে। এবং এর ভিতর দিয়ে জনগণের অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের নিজস্ব আন্দোলনকারী সংস্থা ও প্রতিরোধের শক্তিও তৈরি হয়। জনগণের দাবি নিয়ে, বুর্জোয়া শাসনের ফলে জনজীবনের উপর চেপে বসা সমস্যাগুলো নিয়ে, বুর্জোয়া শাসনের মাধ্যমে হরণ করা গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকারগুলো (সিভিল রাইটস) পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দাবি নিয়ে লড়তে লড়তেই বামপন্থীদের পক্ষে এবং বিশেষভাবে বিপ্লবী শক্তির পক্ষে শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো ও গণভিত্তি তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু এদেশের বামপন্থী দলগুলো জনগণের নাগরিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে কখনোই ধারাবাহিক ও দীর্ঘমেয়াদী গণআন্দোলনের ধারা গড়ে তুলতে পারেনি। এর পরিবর্তে বিভিন্ন সমস্যার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ-প্রতিক্রিয়া জানানো, নিজেদের মধ্যে সংকীর্ণ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রচার-সর্বস্ব কার্যক্রমের চক্রে বামপন্থী শক্তিগুলো ঘুরপাক খেয়েছে।

স্বাধীনতার চেতনার সাথে বুর্জোয়াশ্রেণী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে

একথা সত্য যে বাংলাদেশের মানুষের লড়াই-সংগ্রামের অতীত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বিরাট ও বিপুল। কিন্তু সে ভাণ্ডার যত বিশালই হোক না কেন, জনগণের সংগ্রামী মেজাজ ও চেতনা কখনোই অতীতের অর্জিত উচ্চতায় এক সুরে বাঁধা থাকতে পারে না। এদেশের সংগ্রামী মানুষের সবচেয়ে বড় পরাজয় ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও বুর্জোয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। মানুষ লড়াই করেছিল একটি শোষণ-বৈষম্যমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে। সেই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের জন্যে মানুষ অপরিসীম আত্মত্যাগ করেছে, বীরত্বপূর্ণ লড়াই করেছে। কিন্তু সেদিন কোনো বিপ্লবী শক্তি স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে পারেনি। উপরন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বের নানা ধরনের আপসকামীতা, দোদুল্যমানতা, চক্রান্ত ও সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভরতা জনগণের সংগ্রামী চেতনাকে ভুলুণ্ঠিত করেছে। আর স্বাধীনতার পর পরই মানুষ আবিষ্কার করেছে, তাদের বিপুল আত্মত্যাগ, সমস্ত স্বপ্ন-সাধ ও আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে এদেশের বুকে একটি শোষণ-বৈষম্যমূলক এবং চূড়ান্ত নিপীড়নমূলক বুর্জোয়াব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। এই ব্যর্থতা-বোধও জনগণের সংগ্রামী চেতনাকে হতাশায় নিমজ্জিত করেছে।

স্বাধীন দেশেও সংকট থেকে উত্তরণের আশায় মানুষ যাদের উপর নির্ভর করতে চেয়েছে, সেইসব বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর ব্যর্থতা, আপসকামীতাও জনগণকে হতাশার অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। সর্বোপরি বুর্জোয়া ব্যবস্থার নানা নিকৃষ্ট উপাদান জনগণের চেতনায় প্রবেশ করতে থাকে। তাৎক্ষণিক ফল লাভের প্রত্যাশা, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, বামপন্থী শক্তিগুলোর বিভ্রান্তি, বুর্জোয়া শাসকদের চাপিয়ে দেয়া অন্যায়ের প্রতিকারের ব্যর্থতা এবং তার থেকে সৃষ্ট হতাশা – এসবই জনগণের রাজনৈতিক চেতনার মান ও সংগ্রামী মেজাজকে ক্রমাগত ক্ষয় করে দেয়, ভোঁতা করে দেয়, দুর্বল করে দেয়। বাংলাদেশেও তাই ঘটছে। এছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পর বাম আন্দোলনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এ অবস্থা থেকে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও মেজাজকে পুনরায় তুলে আনার পথও একটাই – জনগণের মূল শত্রু শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে লাগাতার ধারাবাহিক গণআন্দোলনের ধারা গড়ে তোলা, গণসংগ্রামের পথে জনগণকে সংগঠিত করা।

বামপন্থীরাই একমাত্র ভরসা

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বা শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী কি দেশের মানুষের প্রকৃত সমস্যাগুলো, জনজীবনের সংকটগুলোর সমাধান করতে পারবে? হলফ করে বলা যায়, পারবে না। বরং সংকট উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকবে। এবং দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে জনগণ প্রতিবাদে ফেটে পড়বেই। কখনো শ্রমিকরা রাস্তায় নামবে, কখনো কৃষকরা নামবে, কখনো ছাত্রেরা নামবে – নিপীড়িত ও বঞ্চিত জনগণের কোনো-না-কোনো অংশ রাস্তায় নামবে, লড়াই করবে, মার খাবে। এবং আমরা এও জানি, জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করবে, মার খাবে বামপন্থীরাই। নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি ও সংকীর্ণতা দূর করে বামপন্থীরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যকর গণআন্দোলন-গণসংগ্রামের পথে এগিয়ে আসেন – তবে তারাই পারবেন বর্তমান অসহায় দশা থেকে জনগণকে রক্ষা করতে।

সংশোধনী

গত সংখ্যায় (ফেব্রুয়ারি ২০১৪) 'বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার উৎস-সন্ধান' শিরোনামে লেখাটিতে আমাদের অসাবধানতায় দুটি ভুল হয়েছিল। (১) ছাপা হয়েছিল : 'উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিতাড়িত হল।' এর স্থলে পড়তে হবে : 'বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিতাড়িত হল'। (২) ছাপা হয়েছিল : 'ছোট পুঁজি বড় পুঁজিকে গ্রাস করে একচেটিয়া রূপ নিয়েছে;'। এস্থলে পড়তে হবে : 'বড় পুঁজি ছোট পুঁজিকে গ্রাস করে একচেটিয়া রূপ নিয়েছে'। উপরোক্ত ভুল দু'টির জন্য আমরা দুঃখিত।

ছাত্র ফ্রন্ট ঢাবি ইউনিটের কলা ও বাণিজ্য অনুষদের নবীনবরণ ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

১৬ মার্চ সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাবি শাখার উদ্যোগে কলা ও বাণিজ্য অনুষদের নবীনবরণ ও সম্মেলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রমেশচন্দ্র মজুমদার (আর সি) আর্টস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সামিনা লুৎফা নিত্রা, সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন, নবীনবরণ প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক ইভা মজুমদার। এতে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রাশেদ শাহরিয়ার। আলোচনা সভা শেষে সালমান সিদ্দিকী-কে সভাপতি ও নুরুল ইসলাম-কে সাধারণ সম্পাদক করে নবগঠিত ১৫ সদস্যবিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কলা অনুষদ কমিটি এবং নয়ন দাশ-কে আহবায়ক, খোকন মোহন্ত-কে সদস্য সচিব নির্বাচিত করে ৬ সদস্যবিশিষ্ট বাণিজ্য অনুষদ কমিটির পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানের শেষে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং নবীনদের অংশগ্রহণে গান, নাটক ও আবৃত্তি পরিবেশিত হয়।

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে প্রতারণার শিকার ইউক্রেনের জনগণ

একদা সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত, ১৯৯১ সালে সমাজতন্ত্রের পতন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনের পর পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত ইউক্রেন সম্প্রতি সংবাদের শীর্ষে এসেছে। ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়ার মতই ইউক্রেনের ক্ষেত্রে দাবি উঠেছিল নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগ করে নতুন নির্বাচন করতে হবে। এই দাবিতে 'প্রবল গণবিক্ষোভ', গুলি-পাল্টা গুলি, বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে গেছে। শেষ পর্যন্ত ২২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ইউনুকোভিচ "তাঁর বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে 'ক্যু' করা হয়েছে" এই অভিযোগ তুলে টিভি-তে বক্তব্য রেখে রাজধানী কিয়েভ ছেড়ে পূর্বাঞ্চলে, যেখানে তাঁর প্রতি জনসমর্থন আছে, চলে গিয়েছেন। ইউক্রেনের সমস্যা ও ঘটনাবলীর আপাত বিচার দিয়ে এর তাৎপর্য ও বিপদকে বোঝা যাবে না। প্রেসিডেন্ট ইয়ানুকোভিচ 'গণতন্ত্রী' ও 'জনকল্যাণকারী' ছিলেন একথা যেমন সত্য নয়, তেমনই 'গণবিক্ষোভ' বলে যেটা এতদিন চলছে, সেটা প্রকৃতই জনগণের দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত বিক্ষোভ, সুশাসন ও গণতন্ত্রের দাবিই এই বিক্ষোভের মূল লক্ষ্য – এ কথাও সত্য নয়।

অন্যদিকে পুঁজিবাদী রাশিয়ার শাসক রাষ্ট্রপতি পুতিন এর রাজনৈতিক চরিত্র ও চেহারা যাই হোক, এ কথাও সত্য নয় যে, রাশিয়া ইউক্রেন দখল করতে চায় বলেই যেন এই সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে, যদিও বুর্জোয়া মিডিয়া তেমনই প্রচার করছে।

কেন এই সংঘর্ষ? গত বছরের নভেম্বরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক চুক্তি না করে প্রেসিডেন্ট ইয়ানুকোভিচ রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করার সিদ্ধান্ত নেন। বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম বলছে, এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে গণতন্ত্রকামী ইউক্রেনবাসী সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। অপরদিকে ইনডিপেনডেন্স স্কোয়ারকে বিদ্রোহীদের দখলমুক্ত করতে সরকারি সেনা-পুলিশ নির্বিচারে দমন-পীড়ন চালায়।

কারা এই বিদ্রোহী? কারা তাদের গণতন্ত্রী নেতা? তাদের আসল পরিচয় কিন্তু ঐ মিডিয়া ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করছে না। জানা গেছে, গত ২১ নভেম্বর থেকে তিন মাস ধরে এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিরোধীদের অন্যতম নেতা স্টেপান বান্দেরা – ইউক্রেনের জাতীয়তাবাদী সংগঠন ওইউএন-এর প্রধান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন নাৎসী বাহিনীর *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

একটি শোষণ-বৈষম্যমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন নিয়ে এদেশের লক্ষ কোটি মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। জনগণের লড়াই ও আত্মত্যাগের ফসল আত্মসাৎ করে স্বাধীনতার স্বপ্নকে ভূলুণ্ঠিত করেছে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী। শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে এখনো সংগ্রামরত শ্রমজীবী মেহনতী মানুষ, সাম্যবাদের সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী সবাইকে

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিল কর

গণদুর্ভোগ বাড়িয়ে লুটেরা-দুর্নীতিবাজদের পকেট ভারী করার সরকারি নীতি রুখে দাঁড়ান

জনগণের অব্যাহত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে লুটেরা বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে ১৬ মার্চ জ্বালানি মন্ত্রণালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশি বাধার মুখে সচিবালয়ের প্রবেশমুখে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাম মোর্চার সমন্বয়কারী অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, সাইফুল হক, ফিরোজ আহমেদ, ইয়াসিন মিয়া, হামিদুল হক, জোনায়েদ সাকী প্রমুখ। সমাবেশের পূর্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল প্রেসক্লাব, পল্টন এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ও বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ১৪ মার্চ বিকাল সাড়ে চারটায় জাতীয় প্রেসকাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

তোপখানা রোডে বাসদ মহানগর শাখার নেতা ফখ্রুদ্দিন কবির আতিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বেলাল চৌধুরী, মর্জিনা খাতুন, উপস্থিত ছিলেন মনজুরা হক, সীমা দত্ত প্রমুখ। সমাবেশের পর একটি বিক্ষোভ মিছিল পল্টন-বায়তুল মোকাররম-গুলিস্তান এলাকা প্রদক্ষিণ করে। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির সরকারি পরিকল্পনা বাতিল, রেন্টাল-কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের নামে *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর পরই ১৪ মার্চ বিকালে বাসদ ঢাকা নগর শাখার বিক্ষোভ

আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন চলছে

সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন খরচের সাথে ৩৫% মূল্য সহায়তা দিয়ে চাষীদের কাছ থেকে আলু ক্রয়, ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষীদের ক্ষতিপূরণ, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোল্ডস্টোরেজে প্রকৃত চাষীদের আলু সংরক্ষণ, বস্তা প্রতি কোল্ডস্টোরেজের ভাড়া ১৫০ টাকা নির্ধারণ, আলু ও সবজি সংরক্ষণের জন্য সরকারি উদ্যোগে পর্যাপ্ত কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণ, বেসরকারি কোল্ডস্টোরেজের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন, বিএডিসি-কে সচল ও সার-বীজ-কীটনাশক সরবরাহ, আলু চাষের এলাকায় আলুভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা, কোল্ডস্টোরেজে সংরক্ষিত আলু পঁচে গেলে/ক্ষতি হলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান, কোল্ডস্টোরেজে সংরক্ষিত আলুর উপর সহজ শর্তে প্রকৃত চাষীদের কৃষি ঋণ প্রদানসহ আট দফা দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাস জুড়ে ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করে।

এদিকে আলু চাষী সংগ্রাম পরিষদ রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের প্রতিনিধিদের এক সভা গত ৪ মার্চ সকাল ১১টায় বাসদ রংপুর জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আলুচাষী সংগ্রাম পরিষদের সংগঠক মঞ্জুর আলম মিঠুর সভাপতিত্বে সভায় ১৩ মার্চ উত্তরাঞ্চলের জেলায় জেলায় কোল্ডস্টোরেজের সামনে বিক্ষোভ এবং ২০ মার্চ অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। *(পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

রংপুরে আলুচাষীদের সড়ক অবরোধ

কিশোরগঞ্জের গোবিন্দপুরে ইউপি চেয়ারম্যানের অনিয়ম-দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন

বাসদ নেতা আলালসহ নেতা-কর্মীদের উপর হামলার বিচার দাবি

কিশোরগঞ্জের গোবিন্দপুরে ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম কমিটির মিছিলে হামলা চালিয়ে বাসদ নেতা আলাল মিয়াসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনার সুষ্ঠু বিচার, দায়ী ইউপি চেয়ারম্যান ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার এবং দুর্নীতি বন্ধ করার দাবিতে বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে ১০ মার্চ বিকেলে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য মানস নন্দী, ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক, কল্যাণ দত্ত।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, কিশোরগঞ্জের গোবিন্দপুরে ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে দীর্ঘদিন ধরে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি চলে আসছিল। বিশেষ করে জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের জন্যে সরকার নির্ধারিত ২০ টাকা ফি'র পরিবর্তে অতিরিক্ত ফি, কারো কারো কাছ থেকে এমনকি ১০০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। একইভাবে দুস্থ ভাতা-বিধবা ভাতা-বয়স্ক ভাতা উপযুক্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের না নিয়ে টাকার বিনিময়ে এবং দলীয় নেতাকর্মী ও আত্মীয়দের মধ্যে বিলি-বন্টন করা হচ্ছিল। এছাড়া কর্মসৃজন প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ৩০ কেজি চালের *(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

কার্ল মার্কস ও জে. ভি. স্ট্যালিন স্মরণে আলোচনা সভা

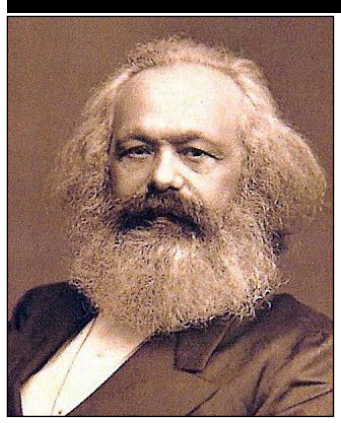

"মানুষ মানুষের কাছে সবচেয়ে সমুন্নত জীব। ... উৎখাত কর বর্তমানের এমন সকল সম্পর্ক যেখানে মানুষ হয়ে রয়েছে হেয়, দাসে পরিণত, বিস্মৃত ও ঘৃণিত জীব।"
কার্ল মার্কস

১৪ মার্চ ছিল সর্বহারার মহান নেতা কার্ল মার্কসের ১৩১তম এবং মহান স্ট্যালিনের ৬১তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই উভয় মনীষীর মৃত্যুবার্ষিকীতে বাসদ ঢাকা নগর শাখার উদ্যোগে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দুটি পৃথক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ মার্চ সন্ধ্যায় দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মার্কসের জীবনসংগ্রাম ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক এবং মানবমুক্তির সংগ্রামে তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরেন বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির *(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩, ০১৭১১-৮৯৫৮৪৫, ই-মেইল : spb@sammobad.org, ওয়েবসাইট : www.sammobad.org